নভেম্বর মাস
পরলোকগত ভক্তবৃন্দের মাস

প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৪১ ◆ ১৭ - ২৩ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস-এর সাথে বাংলাদেশের কাথলিক বিশপগণ

প্রার্থনা : যাপিত জীবন ও আধ্যাত্মিক খাদ্য

মৃত্যু তোমার হুল কোথায়

মৃত্যু চিন্তা

প্রভাত গাব্রিয়েল কোড়াইয়া
জন্ম : ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৩রা অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

অনন্ত বিশ্রাম দাও প্রভু তারে

"হে মানব কোথা হ'তে আসিলে, পুন: যাইবে কোথায়?
কি কাজ সাধিতে প্রভু পাঠালে হেথায়"

৩ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ। বৃহস্পতিবার প্রতিদিনের ন্যায় পোষাক-আসাক পড়ে কর্মস্থল তুমিলিয়া সেন্ট মেরীস গার্লস হাই স্কুলে এন্ড কলেজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল **প্রভাত গাব্রিয়েল কোড়াইয়া (প্রভাত মাষ্টার)**, কিন্তু সকাল থেকে অঝোর ধারায় বৃষ্টি তাঁর যাত্রা থামিয়ে দেয়। কর্মস্থলে যেতে ব্যর্থ হওয়ায় সারা সকাল অলস সময় কাটিয়ে স্নান ও দুপুরের খাবারের পর বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে যখন একটু ঘুমোতে চেষ্টা করেন, তখনই জীবন-মৃত্যুর মহাপ্রভুর অমোঘ ডাক এসে তাঁর কানে বাঁজে। চকিতে আধ্ ঘুম আধ্ জাগরণে উচ্চস্বরে স্ত্রী প্রমীলাকে ডাক দেন। তার সে ডাকে স্ত্রী ও বাড়ির অন্যান্য সবাই যখন দৌড়ে তার কাছে এসে উপস্থিত হন, তখন তাঁর জ্ঞান লোপ পেয়ে মাথাটা একদিকে হেলে পড়েছে। স্ত্রী ও বড় ছেলে প্রমিত বাবার অবস্থা দেখে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু হাসপাতালে পৌছার আগেই তিনি শেষ নিশ্বাঃস ত্যাগ করেন।

প্রভাত গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, যিনি গত প্রায় চব্বিশ বছর তুমিলিয়া সেন্ট মেরীস গার্লস হাই স্কুলে এন্ড কলেজে সহকারী শিক্ষক হিসেবে অগণিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করে গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৪ বছর। এই অকাল মৃত্যুতে তাঁর ভাই বোন, অগণিত আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও তাঁর প্রিয় শিক্ষার্থীগন শোকে ভেঙ্গে পড়েন। কর্ম জীবনে প্রভাত গাব্রিয়েল কোড়াইয়া স্কুলে শিক্ষাদানের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন মেয়াদে ভাদুন খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ও নৈপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও তিনি কুসলতার সাথে নিজেদের বৃহত্তর একান্নভুক্ত পরিবারের পারিবারিক আর্থিক সমন্বয় ও জমিজমা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব পালন করেছেন।

পরিবারে, সমাজে, ধর্মপল্লীতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেখানেই তুমি ছিলে, সেখানে প্রতিনিয়ত তোমার শূন্যতা আমরা অনুভব করি। তুমি আমাদের মাঝে ছিলে, আছ ও থাকবে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাকে শাশ্বত জীবন দান করুন।

প্রভাত গাব্রিয়েল কোড়াইয়া অন্ত্যষ্টিক্রিয়া খ্রিষ্টযাগে ও নিরামিষ ভাঙ্গার খ্রিস্টযাগে পরম শ্রদ্ধেয় বিশপগণ, ফাদারগণ, আমাদের আত্মীয় স্বজনগণ, অনেক খ্রিস্টভক্তগণ আমাদের পরিবারের সাথে একাত্ম হয়েছেন। পরিবারের সকলের পক্ষে আমরা আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,
স্ত্রী: প্রমীলা কোড়াইয়া,
সন্তানগণ: প্রমিত, প্রীমা ও প্রতীক কোড়াইয়া
ছোটবোন ও ভাই: শিল্পী-সুশান্ত (ছেলে, শ্রীজন), রেভা: ফা: মিল্টন কোড়াইয়া, এ্যপিফানী-রীমা কোড়াইয়া (ছেমে-মেয়ে, প্রান্তিক ও প্রাবন্তি) এবং পরিবারবর্গ।

বিশ্ব/১৮৩/২৪

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

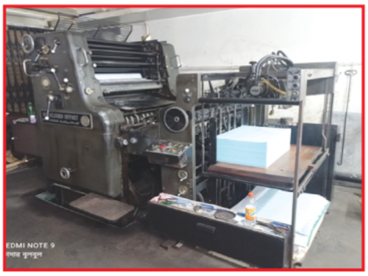

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

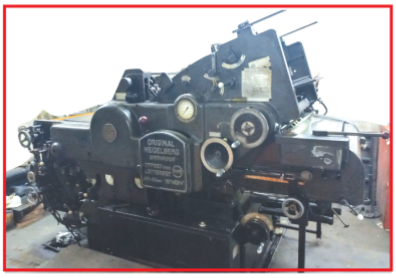

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। **সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন।** যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ৪১
১৭ নভেম্বর, - ২৩ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
০২ অগ্রহায়ণ - ০৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
বিশাল এভারিস পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

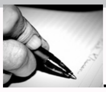

সম্পাদকীয়

শান্তি-সুখের অন্বেষায় পথ চলি ন্যায্যতায়

বাংলাদেশের কিছু মানুষের চাওয়া-পাওয়া আকাশচুম্বি হলেও বেশিরভাগ মানুষ অল্পতেই খুশি। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি হাতের নাগালে পেলে, পরিবার-পরিজন নিয়ে নির্বিঘ্নে ঘুরতে এবং ঘুমানোর জন্য একটি নিরাপদ স্থান পেলেই তারা স্বস্থির ঢেকুঁর তুলে। বেশিরভাগ মানুষের এই স্বল্প চাওয়াগুলোও পূরণ হয় না কিছু মানুষের অতিরিক্ত ভোগ-বিলাসিতা ও সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার মনোভাবের কারণে। এই কিছু সংখ্যক মানুষের বেশিরভাগই উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যারা ব্যবসা, রাজনীতি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব, সরকারী ও বেসরকারী চাকুরীর সাথে জড়িত। উচ্চ শিক্ষার কারণে ন্যায়-অন্যায় বিষয়ক স্পষ্ট ধারণা থাকলেও আপন স্বার্থের কারণে অন্যায় পথটা বেছে নিতেও অনেকে কিছু মনে করেন না। যখন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা অন্যায়টাকে ন্যায় বলে গ্রহণ করেন কিংবা অন্যায়কে অন্যায় না বলে চুপ করে থাকেন, তখন কম শিক্ষিতরা বিভ্রান্ত হন ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েন। এমনিভাবে সঠিক সময়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে আমরা সকলেই কোন না কোনভাবে অন্যায্যতা ও দুর্নীতির সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলে নিজেদের মানসিক সুখ-শান্তি এবং সমাজের সুখ-শান্তি বিঘ্নিত করছি। কিন্তু আমরা সকলেই সুখী হতে চাই। মানুষ যত কষ্ট আর পরিশ্রম করে সেটার মূল উদ্দেশ্য হলো একটাই, তা হলো সুখে-শান্তিতে থাকা। শান্তিময় জীবন ও সমাজ গড়তে হলে ঈশ্বরনির্ভরশীলতা যেমনি দরকার তেমনি সর্বাবস্থায় ন্যায্যতা চর্চা করা দরকার।

যেখানে বৈষম্য সেখানে শান্তি থাকতে পারেনা আর যেখানে ন্যায্যতা থাকবে সেখানে বৈষম্য থাকতে পারেনা। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন আসলে ন্যায্যতার পক্ষেই আন্দোলন। তাই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ফসল বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যা আগস্টের ৮ তারিখে গঠিত হয়। এই সরকারের মূল স্তম্ভ হওয়া দরকার আইনের শাসন বা ন্যায্যতা, নিরপেক্ষতা, সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ দান এবং সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন। এ শুভবোধগুলোর অনুশীলন করার সহায়ক সরকার গঠন করার লক্ষ্যে বৈষম্য-বিরোধী জনগণের বিজয়ের পরে, জনগণ দ্বারস্থ হন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ড. মুহাম্মদ ইউনুসের। যিনি আপন প্রজ্ঞা, মূল্যবোধ ও সামাজিক উন্নয়নের দর্শন নিয়ে বাংলাদেশকে সামাগ্রিকভাবে সংস্কার করে একটি আইনানুগ, মানবাধিকারসম্পন্ন, ন্যায্য এবং অংশগ্রহণমূলক রাষ্ট্র বিনির্মাণের জন্য নিরেপেক্ষভাবে নেতৃত্ব দিবেন বলে জনগণ বিশ্বাস করেন। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুসের যোগ্য সারথী হয়ে অন্যান্য উপদেষ্টারা দেশের এই ক্রান্তিকালে দেশের সকলের কল্যাণ সাধনে ও স্বাধীনতাকে সুরক্ষা দানের জন্য সাহসিকতার পরিচয় দিবেন বলে প্রত্যাশা করেন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের তিন মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। ভঙ্গুর অবস্থা রাতারাতি পরিবর্তিত হয়ে যাবে তা আমরা কেউ প্রত্যাশা করি না। কিন্তু ইতিবাচক কিছু দৃশ্যমান পরিবর্তন সকলে দেখতে চেয়েও ব্যর্থ হচ্ছে। বিগত সরকারের পতনের পর কয়েকদিন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য হ্রাসের খবরে আমজনতা খুশি হলেও সপ্তাহ না ঘুরতেই অতিপ্রয়োজনীয় দ্রবাদির দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। চাঁদাবাজি বন্ধ ও ব্যবসায়ী সিণ্ডিকেট ভেঙে ফেলার মতো জনকল্যাণমুখী কাজটি করতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গড়িমসি গ্রহণীয় নয়। একইভাবে ভয়াবহ যানজট কমাতে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা যথাযথ করতে ট্রাফিক পুলিশকে যেমনি মনোযোগী করতে হবে তেমনি আইনের আওতায় এনে হলেও জনগণের বিশৃঙ্খলাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর দক্ষতাকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অগ্রাধিকার বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না থাকা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আপাতত নিষ্ক্রিয়তা, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে বিশৃঙ্খলা আপাতত দূর হলেও দুষ্ট লোকেরা নানাভাবে সহজ-সরল লোকদের বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের ঠকাতে ও হয়রানি করতে তৎপর রয়েছে। নানা শঙ্কার পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর আশাবাদী হবার কিছু ঘটনার মধ্যে অন্যতম হলো ডুবন্ত অর্থনীতিকে রক্ষা করা ও বৈদেশিক সহায়তা লাভের পথ উন্মুক্ত করা।

বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজের নেতৃবর্গ সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাৎ করে জানান দিয়েছে, আমরা খ্রিস্টানগণ এদেশের নাগরিক, আমরাও স্বপ্ন দেখি, এই দেশটা হয়ে উঠুক গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক, ন্যায্য ও উন্নত একটি দেশ - যেখানে থাকবে আইনের শাসন; থাকবে প্রতিটি মানুষের মানবিক মর্যাদা; সকলে হবে দারিদ্র্যমুক্ত, বৈষম্যহীন ও শিক্ষিত; বাংলাদেশ হবে শান্তি, মৈত্রী, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বে পূর্ণ এক অপূর্ব দেশ। †

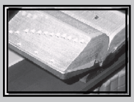

ডুমুরগাছের কথাই উপমা হিসাবে ধর: যখন তার শাখা কোমল হয়ে পাতা বের করে, তখন তোমরা বুঝতে পার, গ্রীষ্মকাল কাছে এসে গেছে; তেমনি তোমরা ওই সকল ঘটনা দেখতেই বুঝবে, তিনি কাছে এসে গেছেন, এমনকি, তিনি দরজায়ই উপস্থিত। *(মার্ক ১৩: ২৪-৩২)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

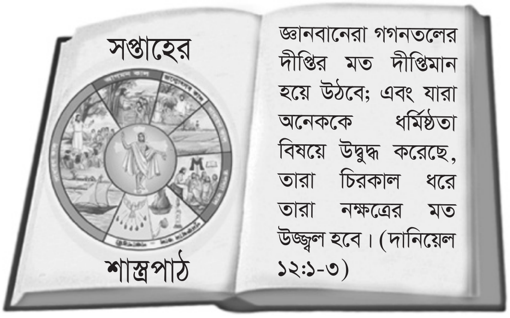

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ
১৭ নভেম্বর - ২৩ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

১৭ নভেম্বর, রবিবার
দানি ১২: ১-৩, সাম ১৬: ৫, ৮-১০, ১১, হিব্রু ১০: ১১-১৪, ১৮, মার্ক ১৩: ২৪-৩২

১৮ নভেম্বর, সোমবার
সাধু পিতর ও পলের মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস
প্রত্যা ১: ১-৪, ২: ১-৫, সাম ১: ১-৪, ৬, লুক ১৮: ৩৫-৪৩
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:* শিষ্য ২৮: ১১-১৬, ৩০-৩১, সাম ৯৮: ১-৬, মথি ১৪: ২২-৩৩

১৯ নভেম্বর, মঙ্গলবার
প্রত্যা ৩: ১-৬, ১৪-২২, সাম ১৫: ২-৫, লুক ১৯: ১-১০

২০ নভেম্বর, বুধবার
প্রত্যা ৪: ১-১১, সাম ১৫০: ১-৬, লুক ১৯: ১১-২৮

২১ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার নিবেদন, *স্মরণদিবস*
জাখা ২: ১৪-১৭, সাম লুক ১: ৪৬-৫৩, মথি ১২: ৪৬-৫০

২২ নভেম্বর, শুক্রবার
সাধ্বী সিসিলিয়া, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর, *স্মরণদিবস*
প্রত্যা ১০: ৮-১১, সাম ১১৯: ১৪, ২৪, ৭২, ১০৩, ১১১, ১৩১, লুক ১৯: ৪৫-৪৮ অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:* প্রত্যা ১৯: ১, ৫-৯ক, সাম ১৪৮: ১-২, ১১-১৪, যোহন ১২: ১-৮

২৩ নভেম্বর, শনিবার
সাধু প্রথম ক্লেমেন্ট, *পোপ ও সাক্ষ্যমর* /**সাধু কলোম্বান**, *মঠাধ্যক্ষ*/ **ধন্যা কুমারী মারীয়ার** *স্মরণে খ্রীষ্টযাগ*
প্রত্যা ১১: ৪-১২, সাম ১৪৪: ১-২, ৯-১০, লুক ২০: ২৭-৪০

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৭ নভেম্বর, রবিবার
+ ১৯৭৫ ফা. ফ্রান্সেস্কো গেজ্জী, পিমে (দিনাজপুর)

১৮ নভেম্বর, সোমবার
+ ১৯৭৬ ফা. রেমন্ড সুটালস্কি, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৬ সি. মেরী বার্নাডেট, আরএনডিএম

১৯ নভেম্বর, মঙ্গলবার
+ ১৯৮৪ ব্রা. আন্তনী রিচার্ড, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১০ সি. এডলিন গনছালবেস, এলএইচসি (বরিশাল)

২০ নভেম্বর, বুধবা
+ ১৯৮৭ ফা. এমি দুক্লোস, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

২১ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৪৬ ফা. ম্যাথিও কার্নস, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮০ ফা. ফ্রান্সেস্কো ভিল্লা, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮৭ ফা. এডওয়ার্ড ভেটজাল, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৭ সি. এ্যান পল, সিএসসি (ঢাকা)

২২ নভেম্বর, শুক্রবার
+ ১৯৪৯ ফা. জ্যাঁ দে মনতিনি, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৫ সি. আসুন্তা কারাররা, পিমে
+ ২০১৩ ফা. জুলিয়ান রোজারিও (রাজশাহী)

২৩ নভেম্বর, শনিবার
+ ২০১৪ সি. মেরী এড্‌মন্ড, আরএনডিএম

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

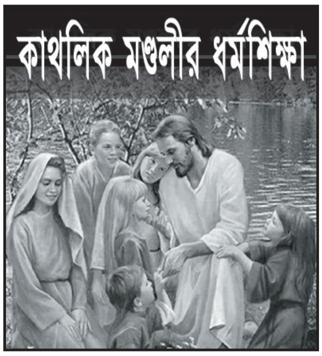

১৮৫৮ গুরুতর বিষয় নির্দিষ্ট করা হয়েছে ঈশ্বরের দশ-আজ্ঞার দ্বারা, যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রয়েছে সেই ধনী যুবকটির প্রশ্নের উত্তরে যীশুর বক্তব্য: "তুমি... নরহত্যা করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না, মিথ্যাসাক্ষ্য দেবে না, প্রতারণা করবে না, তোমার পিতা-মাতাকে সম্মান করবে।" কোন কোন পাপের গুরুত্ব বেশী, আবার কোন কোন পাপের গুরুত্ব কম: নরহত্যা করা চুরির চাইতে বেশী গুরুতর। তবে অবশ্যই বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, কার বিরুদ্ধে সেই অন্যায়টা করা হয়েছে: পিতামাতার বিরুদ্ধে সহিংসতা নিজ থেকেই, অপরিচিত কারও বিরুদ্ধে সহিংসতার চাইতে অধিক মারাত্মক।

১৮৫৯ মারাত্মক পাপের শর্ত হচ্ছে পূর্ণ জ্ঞান ও সম্পূর্ণ সম্মতি। মারাত্মক পাপের পূর্বশর্ত হচ্ছে যে, পাপ-ক্রিয়ার রূপ এবং তার দ্বারা ঐশবিধানের বিরোধিতা সম্পর্কে ব্যক্তির জ্ঞান থাকতে হবে। এছাড়াও, এটিকে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হতে হলে যথেষ্টভাবে স্বেচ্ছাকৃত হতে হবে। ছলনাপূর্ণ অজ্ঞতা ও হৃদয়ের কাঠিন্য পাপের স্বেচ্ছাকৃত বৈশিষ্ট্যকে দুর্বল না ক'রে বরং তা বৃদ্ধি করে ।

১৮৬০ অনিচ্ছাকৃত অজ্ঞতা মারাত্মক অপরাধের দায়-দায়িত্ব কমিয়ে অথবা একেবারে বাতিল করে দিতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের বিবেকের মধ্যে লেখা নৈতিক বিধানের মূলনীতিগুলো সম্পর্কে কাউকে অজ্ঞ বলে বিবেচনা করা যাবে না। বিভিন্ন অনুভূতি ও প্রবৃত্তিগুলোর কারণে অপরাধের স্বেচ্ছাকৃত ও স্বাধীনতার বৈশিষ্ট্য দুর্বল হয়ে যেতে পারে, যেমন বহিরাগত চাপ ও অসুস্থতার কারণে হয়ে থাকে। বিদ্বেষ সহকারে, সুচিন্তিতভাবে মন্দকে স্বেচ্ছায় বেছে নেওয়া সবচাইতে বেশী মারাত্মক ।

১৮৬১ ভালবাসার মত, মারাত্মক পাপও মানব স্বাধীনতার চরম সম্ভাবনা। ভালবাসা যখন নিঃশেষ হয়ে যায় এবং পবিত্রীকারী অনুগ্রহ, অর্থাৎ অনুগ্রহের অবস্থা থেকে বঞ্চিত, তখন তার ফলস্বরূপ দেখা যায় মারাত্মক পাপ। যদি আবার অনুতাপ ও ঈশ্বরের ক্ষমার দ্বারা পরিত্রাণ করা না হয়, তাহলে খ্রীষ্টের রাজ্যের বাইরেই অবস্থান করতে হয় ও নরকের চিরমৃত্যুর কবলে পতিত হতে হয়, কারণ আমাদের স্বাধীনতার এমনই ক্ষমতা আছে যার দ্বারা আমরা চির জীবনের জন্য, আর কোন দিন ফিরে না আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু আমরা আমাদের বিচারের দ্বারা একটা কাজকে মারাত্মক অপরাধ বলে স্থির করতে পারলেও, ব্যক্তির বিচারের ভার ঈশ্বরের ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহের উপরেই আমাদের ছেড়ে দিতে হবে।

১৮৬২ কোন ব্যক্তি লঘু পাপ করে তখনই, যখন কম গুরুতর বিষয়ে সে নৈতিক বিধানের নির্দেশিত নীতি অমান্য করে, অথবা কোন গুরুতর ব্যাপারে সে নৈতিক বিধানের অবাধ্য হয়, তবে সে করে পূর্ণ জ্ঞান অথবা সম্পূর্ণ সম্মতি ছাড়া।

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক- লেখিকাবৃন্দ,
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। **আগমন কাল** উপলক্ষে আপনাদের সুচিন্তিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা এবং ছোটদের আসরের জন্যও গল্প, কবিতা ও আঁকা ছবি পাঠানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আপনাদের লেখাগুলো নির্ধারিত সময়ের এক সপ্তাহ পূর্বে পাঠানোর অনুরোধ করছি।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
E-mail : *wklypratibeshi@gmail.com*

প্রার্থনা : যাপিত জীবন ও আধ্যাত্মিক খাদ্য

জের্ভাস গাব্রিয়েল মুরমু

ভূমিকা: বর্তমান গতিশীল জগতে আমরা সকলে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছি। আমাদের এই চলার মধ্যে থামবার প্রয়োজন রয়েছে। জীবন বাস্তবতায় আমাদের বিশ্রামের/নিরবতায় সময় খুঁজে নিতে হবে। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছেন। জগৎ ও মানুষ এত ব্যস্ত যে, নিজের জন্যই একটু বিশ্রাম করা ও পরিবারের সাথে সময় দেওয়া ও সন্ধ্যায় প্রার্থনা করার মতো সময় নাই। তাই আমাদের পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২০২৪ খ্রিস্টাব্দকে *(Year of Prayer, "Lord, Teach us to Pray" (Lk 11:1)* "প্রার্থনা বর্ষ" ঘোষণা করেছেন। *"এই প্রার্থনা বর্ষে তিনি আমাদেরকে আহ্বান করেছেন; আমরা যেন ব্যক্তিগত, পারিবারিক, মাণ্ডলিক ও সমাজ জীবনে প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারি। পোপ ফ্রান্সিস বলেন, "প্রার্থনা হচ্ছে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকার বাসনা, আশা, তাঁর কথা শোনা ও আরাধনা করা। প্রার্থনার মাধ্যমে স্বর্গীয় শান্তি ও সুখ পাই" (ফাদার স্ট্যানলী কস্তা, অঙ্কুর, প্রার্থনা বর্ষ-২০২৪, 'আমরা সবাই আশার তীর্থযাত্রী')*। এরই মধ্য দিয়ে প্রার্থনাশীল, আধ্যাত্মিক ও সেবার মানুষ হতে পারি এবং প্রকৃতির সঙ্গে, পরমাত্মার সঙ্গে ও জনকল্যাণের সাথে মিলন-বন্ধনে আবদ্ধ হতে সহায়তা করে। এমনকি নতুন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে।

প্রার্থনা কী? সাধারণ অর্থে, প্রার্থনা হল 'ঈশ্বরের সাথে নীরবতায় কথা বলা', 'জগৎ সৃষ্টির সাথে', 'মানবজাতির সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা'। প্রার্থনা হল 'নিজে মৌন ধ্যানে লিপ্ত হওয়া'। "খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একটি সন্ধি-সম্পর্ক..." *(কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা-২৫৬৪)*। প্রার্থনা হল ঐশরিক বন্ধুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচনা, জীবন সহভাগিতা, তাঁরই সাথে মিলিত হওয়া, তাঁরই সান্নিধ্যে বাস করা, বাণীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ই প্রভুর অন্তরঙ্গ পরিচয় গড়ে তোলে। "তোমরা যদি আমরা বাণী পালনে নিষ্ঠাবান থাক, তাহলেই তো তোমরা আমার যথার্থ শিষ্য" *(যোহন ৮:৩১)*। অর্থাৎ প্রকৃতভাবে ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ পালনে "ঈশ্বরের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব"। যিশু একজন চিকিৎসক; ঠিক তেমনি প্রার্থনা হলো একটি ঔষধ।

ধর্ম অনুশীলন করার জন্য আমাদের জীবনে ধ্যান-প্রার্থনা, বাণী শ্রবণ (ভাল শ্রোতা), উপবাস ও উৎসর্গের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে বেশী গুরুত্ব দিতে হয়। সকল ধর্মের মধ্যে অবিরত প্রার্থনা, দোয়া করার কথা বলা হয়েছে। প্রার্থনা করলে মনের শান্তি বিরাজ করে; অন্যকে শান্তিতে বসবাস করতে সহায়তা করে। প্রার্থনা করলে যে কোন দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়া ও বাহ্যিক কামনা-বাসনা থেকে রেহাই পাওয়া, চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতা এবং ঈশ্বরের সাথে মিলিত হতে সহজতর হয়ে যায়। গান্ধীর মতে, "প্রার্থনা শুধু ঈশ্বরের নাম মুখে নিয়ে মিনমিন করা নয়; বরং প্রার্থনা হল পরম আত্মার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য জীবাত্মার আকুতি। প্রার্থনার জন্য ঈশ্বরের প্রতি অসীম বিশ্বাস রাখা ও তাঁর কাছে নিজেকে পুরোপুরি সম্পূর্ণরূপে দান করা"। আবার তিনি বলেন, "প্রার্থনার জন্য কোন নির্দিষ্ট ভাষার দরকার নেই। মৌনতাই প্রার্থনার ভূষণ"। অর্থাৎ প্রার্থনা আসতে হবে মন-হৃদয় থেকে। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর তাঁর কাছেই আছেন; সেই ব্যক্তিই কেবল সত্যিকারের প্রার্থনা করতে পারে। যারা প্রার্থনা করে না, গান্ধী তাদেরকে 'হতভাগা' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আমাদের সব প্রার্থনাই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছায় এবং তিনি তার নিজের মতো করে সব প্রার্থনারই জবাব দেন। কোনো প্রার্থনাই বৃথা যায় না *(মাইন্ড অফ গান্ধী পৃ-৯১)*।

প্রার্থনার প্রকারভেদ: বিভিন্ন ধরনের প্রার্থনার ধারা রয়েছে। "আমার জন্য প্রার্থনা হল অন্তরের এক ব্যাকুলতা, স্বর্গের দিকে এক নিবিড় দৃষ্টি, এ হল প্রেম ও স্বীকৃতি লাভের এক উদাত্ত কান্না, যা আনন্দ ও পরীক্ষা উভয়কেই আলিঙ্গন করে" (লিসিয়োর সাধ্বী তেরেজা, Manuscrits autobiographiques, C 25r)। প্রার্থনা হল ঈশ্বরের দান, কৃপা ও আশীর্বাদ। প্রার্থনা করার সময় কোন অহংবোধ, অহংকার, দাম্ভিকতা নিয়ে না বলি; বরং নম্র সুরে, ভক্তি সুরে ও অনুতপ্ত হৃদয়ে গভীরভাবে যাচনা করি। প্রার্থনা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন... ধন্যবাদ ও প্রশংসামূলক ও কৃতজ্ঞতামূলক, আশীর্বাদমূলক, আবেদনমূলক ও স্তুতিমূলক প্রভৃতি। আবার অন্যদিকে, মৌখিক প্রার্থনা, মনন প্রার্থনা ও ধ্যানী-প্রার্থনা।

আমরা কেন প্রার্থনা করব? আমার মতে, প্রার্থনা মানে যাপিত জীবন ও আধ্যাত্মিক মানুষ হওয়া। প্রার্থনা ছাড়া আমার/আপনার গতি নেই। দীক্ষার মধ্য দিয়ে মণ্ডলীর সদস্য-সদস্যা ও বিশ্বাস গ্রহণ করেছি। খ্রিস্টধর্ম অনুসারী'র জীবনে 'প্রার্থনা' একটি গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক খাদ্য। তাই একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে প্রার্থনা করা একান্ত আবশ্যক। পৃথিবীতে যাপনকালে আমরা সবাই 'শিক্ষানবীস'। জীবনে চলার পথে পবিত্র আত্মা আমাদেরকে প্রার্থনা করতে শেখায়। প্রার্থনা হতে হবে প্রশংসামূলক স্তবগান, পূজা ও আরাধনা। এরই মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন প্রার্থনাময় হয়ে ওঠে। প্রার্থনা করার আগে আমাদেরকে অন্তর থেকে স্মরণ করতে হবে; সেটা হচ্ছে- "বাণী শ্রবণ"। আমাদের অন্তরে যদি ঈশ্বরের বাণী নাড়া না দেয়; তাহলে যতই প্রার্থনা করি কোন কাজে আসবে না। তাই প্রথমে আমাদেরকে হৃদয়ে "ঈশ্বরের বাণীকে" হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। তাহলে আমাদের গোটা জীবনটাই প্রার্থনাময় জীবন হবে। 'বাণী' শ্রবণের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে প্রার্থনাশীল মানুষ হতে সহায়তা করে। যেমন-একটি মটর সাইকেল তেল দ্বারা পরিচালিত হয়; তেল ছাড়া চলতে পারে না; ঠিক তেমনি একজন প্রকৃত ও আধ্যাত্মিক মানুষ প্রার্থনা ছাড়া আধ্যাত্মিক মানুষ ও পরিপূর্ণ হতে পারে না। তাই পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস 'প্রার্থনা বর্ষে' আমাদেরকে আহ্বান করছেন; যাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমাজ কেন্দ্রিক প্রার্থনা করি। শুধু নিজের জন্য; বিশ্বের জন্য নয়; সম্মিলিত প্রার্থনার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হতে পারি। যারা প্রার্থনা করে না; তাদের জন্য আমরা মণ্ডলীর সদস্য-সদস্যা হয়ে প্রার্থনা করব। জীবনযাপনকালে শুধু আমাদের কামনা-বাসনা প্রার্থনা না; যিশুর সাথে যাত্রা, তাঁর সাথে সাক্ষাৎ, জীবন-সহভাগিতা করা। আমরা যেন আরো বেশী করে প্রার্থনা করি যারা পাপের পথে বিচরণ করছে; জাগতিক মোহ-মায়ায় ডুবে আছে, অন্ধকারে খারাপ কাজে লিপ্ত আছে, শারীরিক-মানসিক দুর্বলাবস্থায় জীবনযাপন করছে, আধ্যাত্মিকভাবে অচল, ঈশ্বরের বাণী তাদের অন্তরে গ্রহণ করতে পারছে না; সে সব ব্যক্তিদের জন্য 'প্রার্থনা বর্ষে' প্রার্থনা করার বিশেষ সুযোগ পাচ্ছি।

যিশুর জীবনে প্রার্থনা: যিশু পৃথিবীতে যাপনকালে নিজে প্রার্থনা করেছেন এবং তাঁর শিষ্যদের নিখুঁত ভাবে প্রার্থনা শিখিয়েছেন; যাতে প্রলোভনে না পড়ে। মানবজীবনে দু'টি

দিক একসাথে চলে। প্রথমটি হল- 'প্রার্থনা' ও দ্বিতীয়টি হল 'সেবা'। এই দু'টি মানব জীবনের সাথে ওতপ্রোতোভাবে জড়িত আছে। আমরা প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করব; কিন্তু দীন-দরিদ্রদের সেবা করব না তা হয় না; সেবাই: হল আমাদের প্রার্থনা; আর প্রার্থনাই হল আমাদের উপাসনা।

প্রভু যিশু যে নিজেই প্রার্থনা করতেন, সেই কথার উল্লেখ মঙ্গলসমাচারে রয়েছে। তিনি প্রার্থনা করতে যেতেন নানা নিভৃত স্থানে *(মথি ১৪:২৩; মার্ক ১:৩৫; লুক ৫:১৬; ১১:১)*। কখনো কখনো তিনি প্রার্থনা করেই সারা রাত কাটাতেন *(লুক ৬:১২; ২১:৩৭)* তিনি প্রার্থনা করতেন আহারের আগে *(মথি ১৪: ১৯; ১৫:৩৬; ২৬:২৬-২৭)*, তাঁর জীবনের যত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে (যেমন, দীক্ষাস্নানের সময়: *লুক ৩:২১;* বারোজন প্রেরিতদূতকে মনোনীত করার আগে: *লুক ৬:১২;* প্রভুর প্রার্থনা শেখাবার আগে: *লুক ১১:১;* শিষ্যদের সঙ্গে কোন গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তার আগে: *লুক ৯:১৮;* তাঁর দিব্য রূপান্তরের আগে: *লুক ৯:২৮-২৯;* গেথসেমানি-বাগানে: *মথি ৩৬:৪৪;* ক্রুশের উপর: *মথি ২৭:২৬; লুক ২৩:৪৬)*। দেখা যাচ্ছে তিনি প্রার্থনা করেন সকল শিষ্যের জন্যে: *যোহন ১৭:৯-২৪;* প্রধান শিষ্য পিতরের জন্যে *লুক ২২:২৩;* নিজের নিপীড়কদের জন্যে: *লুক ২৩:৩৪;* এমন কি নিজেরই জন্যে: *মথি ২৬:৩৯; যোহন ১৭: ১-৫)*। মঙ্গলসমাচার পড়েই বোঝা যায়, তিনি সব সময়েই পরমপিতার সান্নিধ্যে থাকতেন, সব সময়ে তাঁর কথাই ভাবতেন, তাঁকে ডাকতেন। আর পিতাও তো তেমনি তাঁকে সব সময়ে নিজের সান্নিধ্যে রাখতেন *(যোহন ৮:২৯)*, তার সব প্রার্থনায় সাড়া দিতেন *(যোহন ১১:২২, ৪২)*।

প্রার্থনার তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা: প্রার্থনার তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হলে প্রথমে ধ্যান-প্রার্থনার সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। প্রার্থনা-ই যাপিত জীবনকে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে পরিপূর্ণ করতে সহায়তা করে; এটা নির্ভর করবে আমাদের প্রার্থনার ভূমিকা কেমন। প্রথমে আমরা পর্যায়ক্রমে প্রার্থনার প্রচলিত রূপ উল্লেখ করতে পারি। যিশু তাঁদের বলেন, "হে পিতা": যিশু এখানে ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কের কথাই ব্যক্ত করেছেন। তাঁর নিজের পিতা, আমাদের সকলেরই পরম পিতা *(যোহন ২০:১৭; রোমীয় ৮:১৪-১৭; গালাতীয় ৪:৬-৬; ১ যোহন ৩:১-২)*। আবার আমরা দেখি ৫-১৩ পদে মাঝ রাতে বন্ধু হঠাৎ এসে পড়ে লোকটি বিরক্ত বিব্রত হয়ে প্রথমে তার ব্যাকুল অনুরোধ রাখতে রাজী হয়নি। কিন্তু শেষে বন্ধুর ডাকাডাকি সহ্য না করতে পেরে সে তবুও যা করার, তা করেছিল। বলাই বাহুল্য যিশুর বক্তব্য এই নয় যে, ভগবান আমাদের সহায়তা দান করতে অনিচ্ছুক, তাকে ডেকে ডেকে কোন রকমে তার সহায়তা আদায় করে নিতেই হবে। মোটেই তা নয়। তিনি বরং এই চান যে, আমরা যেন প্রয়োজন মতো তাকে সন্তান-সুলভ অটল মিনতি করে থাকি *(১১:১৩ মথি ৭:১১)*। কিন্তু আমরা তো তার আপন সন্তান, তার ওপর নির্ভরশীল সন্তান। আমাদের প্রার্থনা এই সত্যেরই স্বীকৃতি-বিশেষ হওয়া উচিত।

প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছাকাছি যেতে সাহায্য করে। আমাদের জীবনের সমস্ত অন্তর দিয়ে যিশুকে/ঈশ্বরকে স্বাগত জানাই; প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে কথা বলার এবং শোনার জন্য যত বেশি সময় ব্যয় করব, ততই আমরা তাঁর কাছে সন্নিকটে যেতে পারব। আর ঈশ্বরও আমাদেরকে তার সাথে থাকতে, বাস করতে বঞ্চিত করবে না। তিনি আমাদের জন্য যে পরিকল্পনা করেছেন; সেই পথে ধাবিত হওয়া।

উপরন্তু, আলোচনা থেকে প্রার্থনার গুরুত্ব খুব ভালভাবে অনুধাবন করতে পারছি যে, প্রার্থনা ছাড়া জীবনের কোন কিছু আশা বাঞ্ছনীয় ও আশাব্যঞ্জক নয়। তাই "প্রার্থনা খ্রিস্টানদের কাছে জীবনের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস" *(আর. সি.স্প্রাউল)*। প্রার্থনা হল খ্রিস্টীয় জীবনের কেন্দ্র।

আধ্যাত্মিকতা কী: ঈশ্বর, জগৎ বা সৃষ্টি ও মানুষ আধ্যাত্মিকতায় তিনটি মূল বিষয়। এই তিনটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের আধ্যাত্মিকতায় আছে ধ্যান, যোগ-সাধনা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, অনুদর্শন, জ্ঞান-ধারণা সবকিছুই ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার অংশ। আত্মাকে প্রত্যিক্ষণ করার মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গরূপ প্রকাশ করে। পরমাত্মার সাথে মানবাত্মার সম্পর্কের সাধনায় ব্যক্তির প্রেমময় সমন্বয় ঘটে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে আধ্যাত্মিক ধারণা হয় সেটা আধ্যাত্মিকতা।

আধ্যাত্মিক হলো- ঈশ্বরের সাথে গভীর সম্পর্ক। অর্থাৎ পরম আত্মার সাথে মানবাত্মার মিলনের এক অন্তহীন যাত্রা। এই যাত্রার লক্ষ্য সৃষ্টিকর্তার সাথে মিলনের মাধ্যমে পবিত্রতা ও পূর্ণতা অর্জন করা। নিজের অন্তর আত্মার সাথে মিলন, স্রষ্টার সাথে মিলন, ভাইবোনদের সাথে মিলন এবং সর্বশেষ বিশ্বসৃষ্টির সাথে মিলন।

আধ্যাত্মিকতার তিনটি উপাদান

(ক) প্রার্থনা জীবন : প্রৈরিতিক কর্মীর জীবনে ব্যক্তিগত প্রার্থনার স্থান হলো প্রথম ও প্রধান। লক্ষ্য বা আদর্শ এবং প্রৈরিতিক চেতনা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা নিবিড় করার জন্য, সানন্দে প্রভুর আনুগত্য স্বীকার করে তার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা। প্রার্থনা হল আয়নার মত; যা নিজের জীবন দেখতে পাই। প্রার্থনা স্বর্গীয় শান্তি ও ঈশ্বরের সাথে গভীর ভাবে যুক্ত হওয়া। "তোমরা চাও, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে; দরজায় ঘা দাও, তোমাদের জন্যে দরজাটি খুলেই দেওয়া হবে। কারণ যে চায়, সে পায়; যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়; যে দরজায় ঘা দেয়, তার জন্যে দরজাটি খুলে দেওয়াই হয়! ... *(লুক ১১: ৯-১০)*। আমাদেরকে সম্পূর্ণ খোলা মনের মানুষ হতে হবে। যাতে চাওয়ার সময় কোন রকম সংকোচ, দ্বিধা ছাড়া যিশুর সাথে একটু সময় বের করতে চেষ্টা করি। প্রার্থনায় ধৈর্য থাকতে হবে: সঠিকভাবে জীবনযাপনে সংকল্প করা, যিশুর সাথে বন্ধুত্ব করা, পিতার প্রেমে সংযুক্ত হওয়া, ভলোবাসা, প্রার্থনা চেতনা ঈশ্বরের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা করা প্রভৃতি এই সকল সমূহ জীবন বৃত্তান্তে গেঁথে নেওয়া। তাহলে গোটা জীবনটা প্রার্থনাময় জীবনরূপে পরিণত হবে।

(খ) আধ্যাত্মিক যাপিত জীবন: ঐশবাণী পাঠ ও ধ্যান করলে ব্যক্তিগত জীবনে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ছাড়াও অংশগ্রহণকারীদের পরস্পরের মধ্যে প্রকৃত জীবন ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে। আধ্যাত্মিকতার মূল কথা হলো- ঈশ্বর, যিনি ত্রি-ব্যক্তির মিলনসত্তা। দৈনন্দিন জীবনের কষ্ট ও সংগ্রাম, আশা ও আনন্দের বাস্তবতায় তিনি বাস করেন এবং আনন্দ ও শান্তির রাজারূপে বিরাজ করেন। আমরা প্রতি সপ্তাহে রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করি এবং ধ্যান-প্রার্থনায় ও আমাদের জীবনাচরণের ফুটে ওঠে। এর অর্থ হলো 'যিশুকে কেন্দ্রে' রেখে তাঁরই সান্নিধ্যে বাস করা, জীবন চলা, একসাথে মিলিত হওয়া- মিলন-সমাজ গঠন করা।

(গ) ভালোবাসা ও সেবা কাজ: সেবাকাজের প্রকৃত অর্থই হলো: কাজের মধ্য দিয়ে ভালোবাসার প্রকাশ; যাদেরকে তিনি পরিত্রাণ করেছেন তাদের সেবার মধ্য দিয়ে প্রভুকে সেবা করা; তা করা সম্ভব একমাত্র পবিত্র আত্মা কৃপা ও শক্তির গুণে। এই শক্তি আসবে দৈনন্দিন, প্রাত্যহিক ধ্যান-প্রার্থনার মধ্য দিয়ে। ভালোবাসা ও সেবা কাজ একে অপরের পরিপূরক। শিষ্যদের পা ধোয়ানোর পরে গুরুদেব বললেন: "আমি তোমাদের কাছে এটা করে দেখিয়েছি, যেন তোমাদের প্রতি আমি যা করলাম তোমরাও তা কর। এই সব জেনে যদি তা পালন কর, তবে তোমরা ধন্য" *(যোহন ১৩:১২-২৭)*। বিনম্র সেবাই ভালোবাসার সবচেয়ে কার্যকরী প্রকাশ; এই শক্তিই খ্রিস্টদেহকে গড়ে তোলে। খ্রিস্টের মহান আত্মবলিদানের নাম হচ্ছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন; ভালবাসার সর্বশ্রেষ্ঠ চিহ্ন ও উৎস। ঈশ্বরের রাজ্যে সব কর্তৃত্বই এক ধরনের সেবা।

প্রার্থনা ও আ্যাধাত্মিক সাধনা : খ্রিস্টবিশ্বাসের জীবনে প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিক সাধনার অর্থ এবং গুরুত্ব খ্রিস্টীয় জীবনের অন্যতম মূল স্তম্ভ। প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিক জীবন খ্রিস্টীয় জীবনের সামগ্রিকতার সারসংক্ষেপ। প্রভুর প্রার্থনা'র সাতটি আবেদনের মধ্যে খ্রিস্টীয় জীবনের প্রত্যাশা ও স্বর্গীয় পিতার বাসনা নিহিত রয়েছে।

শিষ্যত্বের আধ্যাত্মিকতা: পরিবার আহূত খ্রিস্টের বাণী শুনতে ও বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিতে। দীক্ষাস্নানের গুণে রাজকীয়, যাজকীয় ও প্রাবক্তিক দায়িত্ব পালন; যা আমাদেরকে ভালবাসার একে অপরকে ও অন্যান্যদের সেবা দিতে; পরস্পরকে পবিত্রতায় ও পূর্ণতায় বেড়ে উঠতে এবং পরিবারে নিয়মিত ঐশবাণী শ্রবণ, ধ্যান ও প্রচার করতে উদ্বুদ্ধ করে। তোমরা যাও, আমার মঙ্গলবাণী প্রচার কর ও সাক্ষ্য দাও; তাদের পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে দীক্ষা দাও ও আমার শিষ্য কর" *(মার্ক ১৬:১৫; মথি ২৮:২৯)*।

খ্রিস্টযাগ ও প্রার্থনাকেন্দ্রিক আধ্যাত্মিকতা: খ্রিস্টযাগ হচ্ছে নিস্তার ভোজ/নিস্তার রহস্য ভালবাসার পরিপূর্ণ জীবন দান যাতে আমরা মুক্তি পাই। যিশু দেখালেন কিভাবে জীবন দিয়ে ভালবাসতে, সহভাগিতা করতে, সেবা দিতে হয় (বিশেষ করে দুর্বল, দরিদ্র/অভাবীদের)। তা করতে কতখানি ত্যাগ, কষ্টস্বীকার, উদারতা ও ক্ষমার শক্তি প্রয়োজন। যিশু নিজ দেহ ও রক্তদানে আমাদের শক্তিশালী করেন, ধৌত/পবিত্র করেন এবং নতুনভাবে জীবনদানে আমাদের ঐসব গুণে আনন্দে ও শান্তিতে বসবাস করতে বলেন।

পারিবারিক প্রার্থনা খ্রিস্টকে কেন্দ্রে স্থান দেয় ও খ্রিস্টের সাথে মিলন বন্ধন গড়ে তোলে যা আমাদের বিশ্বাসকে সত্য ও জীবন্ত করে তোলে। পরিবারের জন্য পরিবারের দ্বারা ও পরিবারের সাথে প্রার্থনা একান্ত আবশ্যক। নিয়মিত জপমালা প্রার্থনা মা-মারীয়ার মধ্যস্থতায় যিশুর জীবন ধ্যান ও ঐশ অনুগ্রহ লাভ করতে সাহায্য করে। নিয়মিত বাণী পাঠ যিশুর কথা শুনতে ও পালন করতে আগ্রহী করে। অন্যের কাছে ঘোষণা করতে প্রেরণা যোগায়। এই ভাবে বেড়ে উঠে আধ্যাত্মিক জীবন।

প্রার্থনার উপকারিতাসমূহ/ফল: প্রার্থনা করার ফলে আমাদের জীবনে কী কী উপকারিতা আসে; নিচে আলোচনার জন্য প্রয়াসী হচ্ছি...

- আমাদেরকে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে নিয়ে যায়।
- অন্যদের সাহায্য করার উপায় (প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে)।
- করার সময়ে নিজের আত্মাকে শান্ত করতে সাহায্য করে।
- করার সময় নিজের প্রতি ও অন্যের প্রতি আধ্যাত্মিক হওয়ার একটি উত্তম উপায়।
- নিজেকে যিশুর সাথে একান্তভাবে বাস করতে সহায়তা করে।
- জাগতিক বিষয় থেকে দূরে রাখা।
- জীবনকে পরিবর্তন করে।
- যাপিত জীবন গঠন করতে ও সুন্দর মনের মানুষ হতে সাহায্য করে।
- আমাদের আয়নার মতো; নিজের চেহারা দেখতে সাহায্য করে।
- পাপময় জীবন থেকে রক্ষা করে।
- আমাদের মনো-সংযোজন (ঈশ্বরের সাথে) ঘটায়।
- ঈশ্বরের সান্নিধ্যে নিয়ে চলে।

বর্তমান বাস্তব প্রেক্ষাপট ও আমাদের করণীয়

বর্তমান বাস্তবতা

➢ ব্যস্তময় জীবনযাপন (চাকুরী, আড্ডা দেওয়া)। পালকীয় জীবন, পারিবারিক জীবন, চাকুরী জীবন...

➢ পারস্পারিক আদান-প্রদানের ও মতের মিলের অভাব।

➢ সমাজের জন্য, পরিবারের কথা চিন্তা-ভাবনা না করা।

➢ কল্যাণকর ও সেবাকাজের মধ্যে ধ্যান-প্রার্থনায় সমন্বয়ের অভাব।

➢ মিডিয়ার ব্যাপক প্রভাব ও অপব্যবহার।

➢ ব্যক্তিকেন্দ্রিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন স্বার্থপর, হিংসা, প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ, ঝগড়া-বিবাদ।

➢ পারিবারিক জীবনে প্রার্থনা করা অনীহা প্রকাশ ও উদাসীনতা।

➢ বর্তমানে একক ভাবে আমি, আমার, আমরা, আমাদের চলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আমাদের করণীয়:

➢ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রার্থনা ও বিশ্বাসের জীবনের উপর চেতনা দান।

➢ জীবন সাক্ষ্যদান (ফাদার সিস্টার, বাবা-মা, অভিভাবকবৃন্দ, ভাইবোন), মণ্ডলীর সদস্য হয়ে সাক্ষ্য বহন করা।

➢ ধর্মশিক্ষা ব্যবস্থা করা।

➢ আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির বিষয়ে শিক্ষা দান।

➢ বিবাহিত জীবনে পরস্পরকে গ্রহণ ও বিশ্বাস করা। শুধু বিবাহ নয় বরং মানব জীবনের প্রতি মায়া ও শ্রদ্ধা দেখানো।

➢ ভুল করলে; পারস্পরিক ক্ষমা যাচ্না করা।

➢ মিলন-সমাজ গড়ে তোলা।

➢ নীরব ধ্যান ও প্রার্থনার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

➢ যুবক যুবতীদের প্রার্থনায় উদ্বুদ্ধ করা; একত্রে মিলিত হওয়া ও প্রার্থনা করা।

উপসংহার: সাধু আগষ্টিন বলেন, "যে ভাল গান করে; সে দু'বার প্রার্থনা করে"। 'যাপিত জীবন' ও 'মিলন সমাজ' গড়ে তোলার জন্য আমাদের একমাত্র প্রথম কাজ হলো- নিজের জন্য, মণ্ডলীর জন্য ও ভাই মানুষদের জন্য প্রার্থনা করা। আমাদের পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২০২৪ বছরটিকে জুবিলী বর্ষের প্রস্তুতির জন্য প্রার্থনা করার জন্য আহ্বান করেছেন। এই বছরটি হবে ব্যক্তিগত জীবনে, মণ্ডলী, পরিবার, সমাজ এবং বিশ্বের খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করার আহ্বান করেছেন। একান্তভাবে ব্যক্তিগত জীবন; এখানে আমরা যতই ব্যস্তময় জীবন কাটাই, একটু হলেও দিনের শুরুতে ও দিনের শেষে প্রার্থনা করার সময় আমাদের হৃদয়-মন্দির ও মন খোলা রাখি। এই ভাবে আস্তে আস্তে প্রার্থনার জীবনে গভীরে প্রবেশ করতে সাহায্য করবে। বিশেষ করে স্মরণ করি, যাদের জন্য প্রার্থনা করার কোন প্রিয়জন নেই; আসুন, পরস্পরের হাত ধরে; সমস্বরে তাল মিলিয়ে একসাথে পথ চলি, প্রার্থনায় যাপিত জীবন ও আধ্যাত্মিক মানুষ হয়ে উঠি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১. সিএসসি, ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও, 'মহাত্মা গান্ধীর ধর্মচিন্তা', ভাষা প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।

২. কস্তা, ফাদার স্ট্যানলী, 'জীবন নৈবেদ্য', প্রতিবেশীর প্রকাশনী ঢাকা, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

৩. কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, জেরী প্রিন্টিং, ঢাকা, ২০০০ খ্রীস্টাব্দ।

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, সজল, খ্রীস্তিয়াঁ মিংগো, এস. জে., 'মঙ্গলবার্তা বাইবেল' (নব সন্ধি), জেভিয়ার প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ।

৫. 'বাংলাদেশ খ্রীষ্টমণ্ডলীর জাতীয় পালকীয় কর্মশালা'- ২০১৮, মূলভাব: মিলন-সমাজঃ বাংলাদেশে খ্রীস্টমণ্ডলীর সাক্ষ্যদান, Communion: Witness of the Church in Bangladesh, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, সিবিসিবি সেন্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ।

৬. কস্তা, ফাদার, বেঞ্জামিন, সিএসসি (বাংলা অনুবাদ), ওসিডি, মার্চেলিনো ইরাগুয়ী (ইংরেজী অনুবাদ), 'যিশুতে বেড়ে ওঠা' (Growing in Jesus), বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সাথে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সভা

বিশেষ প্রতিবেদন: সাপ্তাহিক প্রতিবেশী।

২০২৪ খ্রিস্টাব্দে কোটা সংস্কার ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট অসহযোগ আন্দোলনের ফলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর গঠিত হওয়া বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারই বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ আগস্ট এই অস্থায়ী সরকার বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের কথা নিশ্চিত করা হয় এবং ৮ আগস্ট শপথ গ্রহণের মাধ্যমে মুহাম্মদ ইউনুসকে প্রধান উপদেষ্টা করে সরকার গঠন করা হয়। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব পালন করে যাবেন বলে ঘোষণা দেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ইতোমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যক্তি, দল, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে কথা বলেছেন, মত বিনিময় করেছেন। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ব্যানারে কিছু খ্রিস্টান ব্যক্তিবর্গও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের কিছু দিন পরই। খ্রিস্টান সমাজের অনেকেই বলাবলি করতে থাকেন যেন খ্রিস্টান ধর্মীয় নেতৃবর্গ প্রধান উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাৎ করে বর্তমান সময়ে দেশ নিয়ে তাদের ভাবনা ও খ্রিস্টানদের অবস্থা তুলে ধরেন। ভক্তবিশ্বাসীদের কথা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ বেশ কিছুদিন ধরে প্রধান উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাৎ করার অপেক্ষায় ছিলেন।

গত ৭ নভেম্বর বিকাল ৫:৩০ মিনিটে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, ড. মুহাম্মদ ইউনুসের সাথে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন, যমুনাতে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কুশলাদি বা শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর পরই বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই লিখিত বক্তব্য পাঠ করে মণ্ডলীর পক্ষ থেকে দু'একটা বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং বর্তমান সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনার জন্য তুলে ধরেন। আর্চবিশপ বলেন, বাংলাদেশী খ্রিস্টীয় সমাজ, আমরা এই দেশের নাগরিক, এই দেশকে আমরা অত্যন্ত ভালোবাসি। আমরাও স্বপ্ন দেখি, এই দেশটা হয়ে উঠুক গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, ন্যায্য ও উন্নত একটি দেশ- যেখানে থাকবে আইনের শাসন; থাকবে প্রতিটি মানুষের মানবিক মর্যাদা; তারা সকলে হবে দারিদ্রমুক্ত, বৈষম্যহীন ও শিক্ষিত; বাংলাদেশ হবে শান্তি, মৈত্রী, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বময় এক অপূর্ব দেশ।

আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য আমরাও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের চার্চ পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জাতি-ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা ও মানবিক গঠন দিয়ে যাচ্ছে, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো দরিদ্রদের স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছে, মাদার তেরেজার হোমগুলো হয়ে উঠেছে হত-দরিদ্র, প্রতিবন্ধী ও পথশিশুদের আস্থার স্থল; মহিলাদের কল্যাণে হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো দরিদ্র মহিলাদের ভাগ্যান্নোয়নে ও সমতায়নে কাজ করে যাচ্ছে, সাথে কারিতাস বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ড ভিশন, হীড বাংলাদেশ, সিসিডিবিসহ খ্রিস্টান এনজিওগুলো দেশের উন্নয়ন ও মানুষের সার্বিক কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা আমাদের সকল সেবা-প্রতিষ্ঠান দিয়ে আপনার সরকার ও জনগণের স্বপ্ন বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমাদের অঙ্গীকার পূরণের জন্য আপনার সহৃদয়তা ও সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। তাই কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর পক্ষে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার সদয় বিবেচনার জন্য তুলে ধরা হলো:

১. অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে খ্রিস্টান সমাজের প্রতিনিধিত্ব অনুপস্থিত। একইভাবে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে তাদের স্থান হয়নি। এ বিষয়টি বিবেচনার জন্য বিশেষ অনুরোধ করছি।

২. দেশের সংবিধান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ, মানবাধিকার সচেতনতাসহ সুনাগরিকের গুণাবলীর বিকাশ ঘটানোর ব্যবস্থা রাখা অতি প্রয়োজনীয়।

৩. এদেশে বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের পাশাপাশি প্রায় ৪৫টি আদিবাসী (সমতল ও পাহাড়ীসহ) বসবাস করে, তাদের সাংবিধানিক

স্বীকৃতি ও নাগরিক হিসাবে সমঅধিকার নিশ্চিত করা অতীব প্রয়োজন। তাদের ভূমি সম্পর্কিত সকল জটিলতা দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

৪. যদিও এদেশে খ্রিস্টান জনসংখ্যা সংখ্যালঘু তথাপি এ পর্যন্ত সরকারি ছুটি হিসাবে শুধুমাত্র ২৫ ডিসেম্বর একদিন অনুমোদিত রয়েছে। এর সাথে বড়দিনের পূর্বদিন ২৪ ডিসেম্বর ও যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান রবিবার (ইস্টার সানডে) এই দুই দিনও সরকারি ছুটি বিবেচনা করে অনুমোদন করার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি।

৫. বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্মের আগমন ও প্রসার লাভ করেছে নিবেদিত প্রাণ বিদেশি মিশনারিগণের মাধ্যমে। বর্তমানে বাংলাদেশে কাথলিক মিশনারি রয়েছে ১৭০ জন। তাদের মিশনারি ভিসা পেতে বেশ জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতার মধ্যদিয়ে যেতে হয়। তাদের জন্য “এম” ভিসা প্রদান প্রক্রিয়া সহজতর ও ত্বরান্বিত করার জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

৬. বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী দ্বারা পরিচালিত প্রায় এক হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি কলেজ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে বিগত একশত সত্তর বছর যাবৎ (১৮৫৩- ২০২৪) মানসম্মত লেখাপড়া ও মানবিক গঠন, সহশিক্ষা কার্যক্রম, খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও মনিটরিং-এর মাধ্যমে পরিচালনা করে আসছে। চার্চ পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করে সংস্থা পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে। শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু কিছু সমস্যা উত্তরণের জন্য আপনার সুবিবেচনা কামনা করছি:

(ক) প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহকারি প্রধান নিয়োগ; (খ) আন্তঃপ্রতিষ্ঠান বদলি: (গ) নিজস্ব অর্থায়নে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন; (ঘ) জমির মালিকানা/ বরাদ্দপত্র; (ঙ) সিলেকশন/ নিয়োগ কমিটি হিসেবে দায়িত্ব: (চ) চার্চ-সংস্থা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে, শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য বিবেচনায় ব্যতিক্রম হিসেবে শিক্ষক নিয়োগের বয়সসীমা; (ছ) চার্চ পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য মাসিক ফিস এবং অন্যান্য খাতের অর্থ সংগ্রহের পরিমাণ নির্ধারণ বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও ও বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ জানান, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা গভীর মনোযোগের সাথে আর্চবিশপের কথা শুনেন এবং ব্যক্তিগত সহভাগিতায় বলেন-

ক) যে সমস্ত বিষয়গুলো আর্চবিশপ মহোদয় লিখিত আকারে তুলে ধরেছেন সেগুলো খুবই যৌক্তিক।

খ) শিক্ষাক্ষেত্রে কাথলিকদের অবদান অপরিসীম। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো অনন্য। ছাত্র-ছাত্রীরা পরবর্তী পর্যায়ে এমনকি পেশাগত জীবনেও কৃতজ্ঞচিত্তে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম স্মরণ করে থাকেন।

গ) কাথলিক চার্চের সাথে ওনার সুসম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। পোপ মহোদয়ের সাথে অনেকবার সাক্ষাৎ হয়েছে এবং ভাতিকানের বিভিন্ন দপ্তরে তিনি বিভিন্ন সময়ে গিয়েছেন। তাই কাথলিক চার্চ এবং ভাতিকানের কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন।

ঘ) ২৪ ডিসেম্বর এবং ইস্টার সানডেতে ছুটির বিষয়ে তিনি বলেন, আগে কেন ছুটি হয়নি সে সম্পর্কে তিনি অবগত নন। তবে তিনি খোঁজ নিবেন এবং দেখবেন এ বিষয়ে কী করা যায়।

ঙ) বৈষম্যী বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। পারস্পরিক ভেদাভেদ ভুলে আমরা এখন এক পরিবার হিসাবে দেশে বসবাস করছি। আর সকলের স্বপ্ন হল- নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

চ) তিনি অজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন যে, বাংলাদেশে এতজন বিশপ আছেন তা তাঁর জানা ছিল না। তিনি প্রত্যেকজন বিশপের এলাকা জেনে নেন।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা বিভিন্ন বিষয়ে মন্তব্য করার পর কোন বিশপের কোন নির্দিষ্ট বিষয় থাকলে তা সহভাগিতা করার সুযোগ দিলে দিনাজপুরের বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু আদিবাসীদের জমি সংক্রান্ত জটিলতার বিষয় সহভাগিতা করেন। স্থানীয় প্রশাসনকে বলেও কোন কিছুর সুরাহা হয়নি। তাছাড়া অতি সম্প্রতি বলদিপুকুর মিশনের জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে স্থানীয় মুসলিম ও আদিবাসীদের মাঝে বিবাদ হয়। কিছু মুসলমান ভাইয়েরা আদিবাসীদের জমি দখল করতে আসলে আদিবাসীরা নিজেদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে মুসলিমদের লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে। এতে দুইজন মুসলিম ভাই তীরবিদ্ধ হয়। পরবর্তী পর্যায়ে একজনের মৃত্যু ঘটে। বিশপ মহোদয় স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে আদিবাসীদের জমি সংক্রান্ত সমস্যা ও বিবাদ নিরসনের জন্য প্রধান উপদেষ্টাকে অনুরোধ জানান। চট্টগ্রামের আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি বান্দরবানে স্কুলে বিদ্যমান সমস্যা তুলে ধরেন। তাছাড়া পাহাড়ে আদিবাসী ও বাঙালিদের মধ্যে জমিজমা নিয়ে বিরোধ রয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দানের জন্য প্রধান উপদেষ্টাকে অনুরোধ জানান। ময়মনসিংহের বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি বলেন, বনবিভাগে অবস্থানরত/কর্মরত আদিবাসীদের বিরুদ্ধে নানা ধরণের মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। এ ধরণের অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তিনি আহ্বান জানান। ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই বলেন, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের জন্য পূর্বাঞ্চলে ১৩ বিঘা জমি হাত ছাড়া হয়ে গেছে। পুনর্বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানান। তাছাড়া পূর্বাঞ্চলে কয়েকটি স্কুল/কলেজের জন্য জমি আবেদন করা হয়েছে কিন্তু এখনও তা মঞ্জুর করা হচ্ছে না। এ বিষয়ে তিনি প্রধান উপদেষ্টার মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ্ ওএমআই বন্যার্তদের পুনর্বাসনের জন্য ২৫ লক্ষ টাকার একটি চেক প্রধান উপদেষ্টার হাতে তুলে দেন। শেষে গ্রুপ ফটো তোলার মধ্য দিয়ে ৬:০৫ মিনিটে সভাটি সমাপ্ত হয়।

অনেকের মতো আমরাও প্রত্যাশা করি, এই সরকার হয়ে উঠবে স্বপ্নের নতুন ও সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার কারিগর, যারা নীতি ও আইনের ভিত্তিতে সর্বজনীন কল্যাণমূলক একটি ধর্মনিরপেক্ষ, উন্নত ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র রচনা করতে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এই দেশে আর থাকবে না সংখ্যালঘিষ্ট হয়ে থাকার বঞ্চনা, ভয়-ভীতি, অত্যাচার, নির্যাতন ও মৃত্যু। আমরা সবাই বাংলাদেশী হিসাবে সম-অধিকার, মর্যাদা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে মিলে-মিশে ভালোবাসায় ও ভ্রাতৃত্বে এক নতুন বাংলাদেশ হয়ে উঠবো।

অসারের অসার, সকলই অসার

ক্ষুদীরাম দাস

সব কিছুই কি অসার! একজন বাবা তার সন্তানকে জীবনের স্বর্ণশিখরে উঠানোর জন্যে জন্মের পর পরই বিদেশ পাঠিয়ে দিলেন। শুরু হলো তার স্বপ্ন দেখা একদিন তার সন্তান উপরে উঠবে। বিদেশ থেকে বাবার জন্যে টাকা পাঠাতে লাগলেন। বাবা টাকা পেয়ে ভালোভাবে চলছেন। কিন্তু অবচেতন মনে নিজেকে প্রশ্ন করলেন-জীবনের কতটুকু সময় তার সন্তানকে কাছে পেয়েছেন? আদর, সোহাগ, স্নেহ ভালোবাসা কতটুকু দিতে পেরেছেন? কিছুই না। বাবা আছে জানলেও বাবার প্রতি তার আকর্ষণ ছিলো না। একদিন বাবা মারা গেলেন। স্বর্ণ দিয়ে বাবার কবর মোড়ানো হলো। কিন্তু বাবার মৃত্যুর সময় সন্তান আসতে পারেনি সন্তানও বাবাকে কাছ থেকে কোনোদিন উপলব্ধি করতে পারেনি। এভাবে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও কাছে পায়নি। দেশের সংস্কৃতি ভুলে গিয়েছিলো, ভুলে গিয়েছিলো ভাষা ও সেন্টিমেন্ট। ছেলেটি বাবার মৃত্যুর পর বিড় বিড় করে বলেছিলো আমি এতো টাকা পয়সা উপার্জন করেছি ঠিকই, কিন্তু নিজেকে হারিয়েছি, হারিয়েছি অস্তিত্বকে। কী লাভ হলো আমার? অসারের অসার, সকলই অসার।

উপদেশক ১২:৮ পদের বিষয়টি আমাদের আরো বেশি করে ভাবিয়ে তোলে। প্রথম প্রথম আমি নিরাশ হয়েছিলাম। নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম এর মানে কি? এটাও কি তাহলে অসার? সত্যিই অসার! জ্ঞানী ব্যক্তির কথাগুলো যুবক বা বৃদ্ধ কাউকে উৎসাহ দেওয়ার বদলে বরং নিরাশ করে দেয়। উপদেশক বলেন, অসারের অসার, সকলই অসার *(উপদেশক ১২:৮)*। সত্যিকারে, একজন ব্যক্তি যদি তার যৌবনকালে মহান সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ না করেন, তাঁকে সেবা না করে সারা জীবন কাটিয়ে দিয়ে বুড়ো বয়সে মুখ দেখেন, তাহলে এর চেয়ে বেশি অসার আর কিছু নেই। এইরকম এক ব্যক্তির জন্য সমস্ত কিছুই অসার বা মিথ্যে হয়ে যায় এমনকি যদিও তিনি এই জগতের ধন ও খ্যাতি নিয়ে মারা যান, কিন্তু ঈশ্বরকে স্মরণ করেন না! এর চেয়ে শূন্যতার আর কী হতে পারে?

আবার সবকিছুই অসার নয়। ঈশ্বর বিশ্বস্ত দাসদের জন্য, যারা স্বর্গে ধন সঞ্চয় করেন, তাদের সমস্ত কিছুই অসার নয় বলে জানিয়েছেন। কেননা মথি ৬ অধ্যায় ১৯, ২০ পদে রয়েছে, 'পৃথিবীতে নিজেদের জন্য ধন সঞ্চয় করো না, কেননা এখানে পোকা এবং মরিচা সব কিছু নষ্ট করে আর চোরও সিঁদ কেটে চুরি করতে পারে। যেখানে তোমার ধনসম্পদ, তোমার মনটাও তো সেখানেই পড়ে থাকবে।' সত্যিই তারা প্রভুর কাজে অনেক কিছু করেন আর তাদের এই পরিশ্রম কখনই নিষ্ফল হয় না। ১ করিন্থীয় ১৫:৫৮ পদে রয়েছে কিন্তু আমরা যদি উৎসর্গীকৃত খ্রিস্টান হয়ে থাকি, তাহলে এই শেষকালে ঈশ্বর আমাদের যে কাজ দিয়েছেন তা কি আমরা সবসময় করে চলেছি? অথবা ২ তিমথি ৩:১ পদ অনুসারে আমরা কি এমনভাবে জীবনযাপন করছি যা দেখে মনে হয় না যে, আমাদের ও আমাদের প্রতিবেশিদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য আছে? তারা হয়তো তাদের নিজেদের ধর্মগুলো মেনে উপাসনা করেন, তারা হয়তো কিছুটা ধর্মপ্রাণও আর সেজন্য তারা নিয়মিত তাদের উপাসনালয়ে যান, তাদের উপাসনার জন্য যা যা করা দরকার নিখুঁতভাবে তা করেন। কিন্তু তারা ঐশরাজ্যের কথা প্রচার করেন না। এটাই যে "শেষকাল" সেই সম্বন্ধে তাদের কোন সঠিক জ্ঞান নেই আর আমরা যে সময়ে বাস করছি তা যে কতটা জরুরি সেই বিষয়েও তারা কিছুই জানেন না *(দানিয়েল ১২:৪)*। একজন ব্যক্তি জীবনে প্রচুর ধন সম্পত্তি অর্জন করলেন। হঠাৎই তার শরীরে একটা রোগ দেখা দিলো। সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। মৃত্যু তার নিশ্চিত। তিনি মনে মনে বললেন, আমার এতো সম্পত্তির আনন্দ কোথায়? অসারের অসার, সকলই অসার।

যিশুখ্রিস্ট আমাদের এই কঠিন সময় সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'নোয়ার দিনগুলিতে যেমন পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল, মানবপুত্রের সেই মহা আগমনের সময়েও ঠিক তেমনি পরিস্থিতি দেখা দেবে। কেন না মহাপ্লাবনের আগের দিনগুলিতে,... মানবপুত্রের সেই মহা আগমনের সময়েও ঠিক তেমনি পরিস্থিতি দেখা দেবে' *(মথি ২৪:৩৭-৩৯)*। বেঁচে থাকার জন্য আমাদের খাওয়াদাওয়া করা দরকার আর বিয়ের ব্যবস্থা ঈশ্বর নিজেই করেছিলেন *(আদিপুস্তক ২:২০-২৪)*। কিন্তু আমরা যদি বুঝি যে, রোজকার জীবনের কাজগুলোই আমাদের কাছে প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাহলে এই বিষয়ে প্রার্থনা করি না কেন? অতএব, 'অসার বিষয়গুলোকে' আমাদের অস্বীকার করা উচিত। কেননা বাইবেল অসার বিষয়গুলো সম্বন্ধেও বলে এবং সেগুলোর পিছনে ছুটতে গিয়ে আমাদের সম্পদ নষ্ট করার ব্যাপারে সাবধান করে সবসময়। কারণ "উপদেশক বলে, অসারের অসার, সকলই অসার" *(উপদেশক ১২:৮)*। কী অসার নয়?... "সবই অসার" উপদেশক বলেন, যিনি জিজ্ঞেস করেন: "মানুষ সূর্যের নীচে যে পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হয়, তার কি ফল দেখতে পায়? (উপদেশক ১:২,৩)।" শলোমন উপদেশক বইয়ে প্রায় ৩০ বার 'অসার' শব্দটি ব্যবহার করেন। ... যে হিব্রু শব্দটিকে 'অসার' হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে, সেটি শূন্য, নিষ্ফল, অর্থহীন, সারবস্তুহীন অথবা স্থায়ী মূল্য নেই এমন কিছুকেই নির্দেশ করে। কিন্তু সত্যিকারে সবসময়ই সমস্ত কিছুই অসার নয়। কিন্তু আমাদের সকলেরই জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত *(উপদেশক ১:১৩, ১৪,১৬)*। কারণ এমন অনেকে রয়েছে, যারা বিদ্রোহী, অসার কথাবার্তা বলে এবং প্রতারণা করে। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে সেই ব্যক্তিরা রয়েছে, যারা বলে থাকে, ত্বকচ্ছেদ করা আবশ্যক। কিন্তু, তুমি অর্থহীন তকাতর্কি, বংশ তালিকা খুঁজে বের করা এবং ব্যবস্থা নিয়ে ঝগড়া করা এড়িয়ে চলো, কারণ এগুলো নিষ্ফল ও অসার।

সাধু পল শিষ্য তীতকে মণ্ডলীর প্রাচীনদের যোগ্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং তারপর তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, সেখানে "অনেক অদম্য লোক, অসার বাক্যবাদী ও বুদ্ধিভ্রামক লোক আছে"। সত্যিকারের খ্রিস্টানেরা 'অসার বাক্যবাদী ও বুদ্ধিভ্রামক লোকের' অভিমত দ্বারা তাদের চিন্তাভাবনা ও কাজগুলোকে নির্দেশিত হতে দেয় না। তীত ১ অধ্যায় ১০ পদে রয়েছে, 'কারণ অনেকে আছে যারা বিদ্রোহী স্বভাবের মানুষ, যত ফাঁকা কথার জাল বুনে লোকদের মন ভুলিয়ে বেড়ায় যারা। ওদের মুখ বন্ধ করে দেওয়াই তো উচিত।

উপদেশক ১১ অধ্যায় ৯ ও ১০ পদে রয়েছে, 'যতক্ষণ তোমার যৌবন আছে ততক্ষণ তা উপভোগ কর। সুখে থাকো, তোমার প্রাণ যা চায় তাই কর। কিন্তু মনে রেখো ঈশ্বর তোমার সব কাজের বিচার করবেন। ক্রোধ দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। তোমার দেহকে কোন মন্দ কাজ করতে দিও না, কারণ যৌবন এবং ইচ্ছা কোন কাজে লাগে না।' সুতরাং তরুণ-তরুণীরা ভবিষ্যতের জন্য কি ধরনের ভিত্তি স্থাপন করছো? উপদেশক আরো বলেছেন, 'তরুণ বয়স ও জীবনের অরুণোদয়কাল অসার।' উপদেশক ২ অধ্যায় ২১- ২৩ পদে রয়েছে, 'এক জন ব্যক্তি তার সমস্ত প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও পারদর্শিতা দিয়ে কঠিন পরিশ্রম করতে পারে। কিন্তু তার পরিশ্রমের ফল তার মৃত্যুর পর অন্য লোক ভোগ করবে। সেই লোকরা বিনা আয়াসে সব কিছু পেয়ে যাবে। এটাও অসার এবং এ একটা ভীষণ পাপ। একজন ব্যক্তি সূর্যের নীচে তার জীবনভর সংগ্রামের

পর কতটুকু পায়? সে সারা জীবন পায় শুধু যন্ত্রণা, হতাশা আর কঠিন পরিশ্রম। এমনকি রাতেও সে বিশ্রাম পায় না। এটাও অসার।'

আমাদের জীবনের অসার বস্তুগুলোর বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। আমাদের জীবনের অসার কাজগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। উপদেশক ২ অধ্যায় ৪-৮, ১১ পদে রয়েছে, 'তারপর আমি নানা মহৎ কাজ করতে শুরু করেছিলাম। আমি নিজের জন্য নানা জায়গায় বাড়ি তৈরী করেছিলাম। দ্রাক্ষা ক্ষেত তৈরী করেছিলাম। আমি বাগান করেছিলাম। উপবন করেছিলাম, আমি সব রকম ফলের গাছ লাগিয়েছিলাম। আমি নিজের জন্য পুকুর কাটিয়েছিলাম। আমি সেই পুকুরের জল আমার বাগানের গাছে দেবার জন্য ব্যবহার করতাম। আমি পুরুষ ও নারী ক্রীতদাস কিনেছিলাম এবং আমি যখন তাদের মালিকানা পেলাম তখন তাদের ছেলেমেয়ে ছিল। আমার অনেক ঐশ্বর্য ছিল। আমার অনেক গরু ও মেষের পাল ছিল। আমি এত ধনী ছিলাম যে, সে রকম ধনী জেরুসালেমে কেউ ইতিপূর্বে ছিল না। আমি আমার নিজের জন্য সোনা ও রূপা সংগ্রহ করেছিলাম। আমি বিভিন্ন দেশের রাজাদের কাছ থেকে ধন সংগ্রহ করেছিলাম। আমাকে খুশি করার জন্য অনেক গায়ক ও গায়িকা ছিল। আমার কাছে সবই ছিল যা সকলের কাছে প্রয়োজনীয়। আমার কাছে সমস্ত রকমের বাদ্যযন্ত্র ছিল। কিন্তু আমি যখন আমার সমস্ত কাজের কথা, পরিশ্রমের কথা চিন্তা করলাম তখন দেখলাম সবই সময়ের অপচয়! এসবই ছিল হাওয়ার পিছনে ছোটা। সূর্যের নীচে আমরা যা করি তাতে কোন লাভ নেই।' সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই 'অসার বিষয়গুলোর' পিছনে ছোটা এড়িয়ে চলা উচিত। পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ব্যক্তিগত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও চিন্তাভাবনা আদান-প্রদান অবশ্যই দোষের কিছু নয়। হিতোপদেশ ১২ অধ্যায় ১১ পদে রয়েছে, 'যে কৃষক তার জমিতে পরিশ্রম করে তার পর্যাপ্ত খাদ্য থাকবে। কিন্তু যে ব্যক্তি অসার চিন্তাভাবনায় সময় নষ্ট করে সে নির্বোধ।'

এফেসীয় ৪:১৭, ১৮ পদে রয়েছে, ' প্রভুর হয়ে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, যারা বিশ্বাস করে না এমন লোকদের মতো জীবনযাপন করো না। এমন লোকের চিন্তাধারা মূল্যহীন। তাদের জ্ঞান বুদ্ধি নেই। তারা কিছুই জানে না কারণ শুনতে চায় না। তাই যে জীবন ঈশ্বর তাদের দিতে চান তা থেকে তারা বঞ্চিত থাকে।' এখানে প্রেরিত পল দেখিয়েছিলেন যে খ্রিস্টানদের এই জগৎ থেকে কতখানি আলাদা থাকা দরকার যখন তিনি বলেন, 'তোমরা আর বিধর্মীদের মতো জীবনযাপন করো না, তারা শুধু অসার ধ্যানধারণায় চালিত। তাদের মনটা তো অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে; তাদের মধ্যে এমনই অজ্ঞতা রয়েছে, তাদের হৃদয়টা এমনই কঠিন যে, তারা ঐশ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে।'

আমাদের অসার বস্তু এড়িয়ে চলা উচিত। কেননা অসার বস্তুর দিকে সময় দিয়ে জীবনের আসল মর্ম হারিয়ে ফেলতে হয়। প্রেরিত ১৪:১৪ ও ১৫ পদে রয়েছে, কিন্তু প্রেরিত বার্ণাবাস ও পল যখন একথা বুঝলেন, তখন তাঁরা নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে দৌঁড়ে বাইরে গিয়ে লোকদের উদ্দেশে চিৎকার করে বললেন, 'আহা, তোমরা এ করছ কি? আমরাও তোমাদের মতো সাধারণ মানুষ! আমরা তোমাদের সুসমাচার শোনাতে এসেছি। এইসব অসারতার মধ্য থেকে জীবন্ত ঈশ্বরের দিকে ফিরতে হবে। ঈশ্বরই আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সকলের মধ্যে যা কিছু আছে সে সমস্তই সৃষ্টি করেছেন।' সত্যিই, আমাদের অসারতার দিক থেকে ফিরতে হবে; আর ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকতে হবে। আর ২য় তিমথি ৩ অধ্যায় ১৬ ও ১৭ পদ অনুসারে ঈশ্বর আমাদের 'সমস্ত সৎকর্মের জন্য সুসজ্জিত হতে সাহায্য করতে পারে। কেননা, পরমেশ্বরের সেবক উপযুক্ত কর্মদক্ষতা পায়, প্রতিটি সৎকর্ম করার জন্যে প্রয়োজনীয় সামর্থ্যই পায়।' ২ রাজাবলি ১৭ অধ্যায় ১৫ পদে রয়েছে, 'লোকরা তাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে প্রভুর যে চুক্তি হয়েছিল সেটা বা তাঁর নির্দেশিত আদেশগুলি অনুসরণ করেনি। প্রভুর সাবধানবাণী না মেনে এবং অযোগ্য মূর্তি পূজা করে এবং প্রতিবেশি দেশসমূহের মত জীবনযাপন করে তারা নিজেদের অপদার্থ প্রতিপন্ন করেছিল। অথচ প্রভু তাদের বারবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন।'

যুক্তিতে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়; আবার যুক্তিতেই সত্যকে দাবিয়ে রাখা হয়। এটা শুধুমাত্র তারাই করতে পারে, যারা বিজ্ঞ ব্যক্তি। তারা কোনো বিষয় নিয়ে যুক্তিতর্কে লিপ্ত হয়। আর তারা বিজয়ী হয় নিজেদের যুক্তির শক্তিতে। হয়তো সেটা মিথ্যাও হতে পারে। সুতরাং যুক্তিতে কতটুকু বাস্তবতা স্থির হতে পারে? সুতরাং ঈশ্বর বলেছেন বিজ্ঞ ব্যক্তিদের যুক্তিতর্কও অসার। এফেসীয় ৪ অধ্যায় ১৭ পদে রয়েছে, 'তাই প্রভুর নামে, আমি তোমাদেরকে বলছি, জোর দিয়েই বলছি: তোমরা আর বিধর্মীদের মতো জীবনযাপন ক'রো না, তারা শুধুমাত্র অসার ধ্যান-ধারণায় চালিত।' প্রেরিত পল চমৎকারভাবে এফেসীয়দের আহ্বান করেছেন। কেননা বিজ্ঞ ব্যক্তিদের যুক্তিতর্কও অসার। ১ করিন্থীয় ৩ অধ্যায় ২০ পদে রয়েছে, ' প্রভু জানেন, কত অসার জ্ঞানীদের যত ধ্যান-ধারণা।' প্রভু জ্ঞানবানদের তর্কবিতর্ক জানেন যে, সেই সকল অসার।'

উপদেশক ২ অধ্যায় ১১ পদে রয়েছে, 'পরে আমার হাত যে সকল কাজ করতো, যে পরিশ্রমে আমি পরিশ্রান্ত হই, সে সকলের প্রতি দৃষ্টি দিলাম, আর দেখ, সে সকলই অসার ও বায়ুতাড়িত মাত্র; সূর্যের নিচে কিছুই লাভ নাই।' অতএব, আমাদের ভাবনা-চিন্তা-কার্যক্রম যেন জগতের জন্যেই না হয়; যেন ঈশ্বরের জন্যেও আমাদের হতে পারে সে বিষয়ে যত্নশীল হতে হবে। কেননা হিতোপদেশ ১২ অধ্যায় ১১ পদে রয়েছে, '---যে অসারদের পিছনে পিছনে দৌঁড়ায়, সে বুদ্ধিবিহীন।' সুতরাং আমাদের দৌড় কোনদিকে যাচ্ছে, সঠিক দিকে যাচ্ছে কিনা; অর্থাৎ আমাদের গতি যেন সঠিক দিকে যায় সেটা বিবেচনা করতে হবে। ঈশ্বর নিশ্চয় আমাদের প্রার্থনা শ্রবণকারী ঈশ্বর! খ্রিস্টের ভাইবোন হিসেবে, আমাদের সকলেরই বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান বিষয় রয়েছে। সেগুলোর অন্তর্ভূক্ত হতে পারে স্বাস্থ্য ও শক্তি, সহজাত মানসিক ক্ষমতা বা অর্থনৈতিক সম্পদ। যেহেতু আমরা সদাপ্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসি, তাই আমরা তাঁর সেবায় সেই বিষয়গুলোকে ব্যবহার করতে পেরে সুখী। অবশ্যই, বাইবেল অসার বিষয়গুলো সম্বন্ধেও বলে। আর সেগুলোর পিছনে ছুটতে গিয়ে আমাদের সম্পদ নষ্ট করার ব্যাপারে সাবধান করে। অতএব, আমাদেরকে হিতোপদেশ ১২ অধ্যায় ১১ পদের কথাগুলো বিবেচনা করা উচিত। যারা অসারদের পেছনে ছুটে তাদের জীবনে অভাব লেগেই থাকে। আর বিশ্বস্তভাবে যে সদাপ্রভুকে সেবা করেন, তিনি প্রকৃত নিরাপত্তা উপভোগ করছেন। তিনি এখনই ঈশ্বরের আশীর্বাদের বিষয়ে দৃঢ়প্রত্যয়ী হতে পারেন এবং তার ভবিষ্যতের বিষয়ে এক নিশ্চিত আশা রয়েছে। কিন্তু কখনো কখনো আমরা অযথা চিন্তায় সময় পার করি। মথি ৬ অধ্যায় ৩৩ পদে রয়েছে, 'কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁর রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, হলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদেরকে দেওয়া হইবে।

অতএব আগামীকালের চিন্তা আগামীকালের উপর ছেড়ে দাও। কেননা দিনের কষ্ট দিনের জন্যই যথেষ্ট।' আবার ১ তিমথি ৪ অধ্যায় ১০ পদে রয়েছে, 'আসলে আমরা এই যে এত পরিশ্রম করছি, এমন প্রাণপণ সাধনা করে চলেছি, তার কারণ আমরা তো আশা-ভরসা রেখেছি স্বয়ং জীবনময় ঈশ্বরেরই হাতে।' এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, একজন খ্রিস্টান যিনি অসার বিষয়গুলো দ্বারা বিক্ষিপ্ত হন, তিনি সদাপ্রভুর সঙ্গে তার সম্পর্ককে ও তার অনন্তজীবনের প্রত্যাশাকে ঝুঁকির মুখে ফেলেন। কীভাবে আমরা তা এড়াতে পারি? আমাদের জীবনের সেই বিষয়গুলোকে

নির্ধারণ করতে হবে, যেগুলো 'অসার' এবং সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য এক দৃঢ়সংকল্প গড়ে তুলতে হবে।

আমাদের জীবনের এমন কিছু বিষয় থাকে যে বিষয়গুলো সদাপ্রভুর সান্নিধ্যে যেতে আমাদের বাধা প্রদান করে। যা হতে পারে বিভিন্ন ধরনের আমোদপ্রমোদ। অবশ্যই আমোদপ্রমোদের নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। কিন্তু, আমরা যখন আমাদের উপাসনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কাজগুলোকে অবহেলা করে আমোদপ্রমোদের পেছনে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করি, তখন আমোদপ্রমোদ এক অসার বিষয় হয়ে ওঠে, যা' আমাদের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের ওপর প্রতিকূলভাবে প্রভাব ফেলে। এটা আমাদের জীবনকে ভিন্ন দিকে মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সত্যিই আমরা হারিয়ে যাই কোনো অসার জগতে। উপদেশক ২ অধ্যায় ২৪ থেকে ২৬ পদে রয়েছে, 'ভোজন পান করা এবং নিজ পরিশ্রমের মধ্যে প্রাণকে সুখভোগ করানো ব্যতীত আর মঙ্গল মানুষের হয় না; এও আমি দেখেছি যে, তা ঈশ্বরের কাছ থেকেই হয়। আর আমার থেকে কে অধিক ভোজন করতে বা অধিক সুখভোগ করতে পারে? বস্তুতঃ যে ব্যক্তি [ঈশ্বরের] প্রীতিভাজন, তাকে তিনি প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আনন্দ দেন; কিন্তু পাপীকে কষ্ট দেন, যেন সে ঈশ্বরের প্রীতিভাজন ব্যক্তিকে দেবার জন্য ধন সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে।

আপনি সুখে আছেন, আপনার অনেক সম্পদ আছে, তাই অনেক লোক আপনার বন্ধু। আহা! আপনার প্রতি সে কী ভালোবাসা বলছেন। সবাই আপনাকে ভালোবাসে। আপনার বন্ধুর অভাব নেই। কিন্তু আপনি একবার অভাবে জীবনযাপন করুন দেখবেন ওরা কেউ আপনার পাশে নেই। সত্যিই আমাদের জীবনে অভাব আমাদের অনেক কিছুই শেখায় যা' অতীব বাস্তব। সুতরাং সম্পদ-বন্ধু-সুখভোগ এসবও অসার! অতএব, আমাদের জীবনের মূল্যবান সময়কে কীভাবে ব্যয় করা উচিত এবং সতর্কতার সঙ্গে নজর রাখার মাধ্যমে ভারসাম্য গড়ে তোলা দরকার। যেন আমরা ঈশ্বরকে খুঁজে পাই। একটা উদাহরণ দিতে পারি, আমরা চাই আমাদের ছেলেমেয়েরা যেন সুশিক্ষিত হয়, যাতে তারা তাদের নিজেদের ভরণপোষণ যুগাতে পারে। তবে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, একজন সুশিক্ষিত খ্রিস্টান বোধগম্যতা সহকারে আরও ভালভাবে বাইবেল পড়তে পারে, জগতের সমস্যাগুলো নিয়ে যুক্তিতে চলতে পারে। ঈশ্বরের পথে থাকতে পারে। বাইবেলের সত্যগুলোকে স্পষ্ট ও দৃঢ়প্রত্যয়জনকভাবে শিক্ষা অর্জন করতে পারে ও অন্যকে শিক্ষা দিতে পারে। ভাল শিক্ষা গ্রহণ করতে সময় লাগে ঠিকই, কিন্তু সেই সময়টা সার্থক হয়। তবে তা যদি হয় জাগতিক; তাহলে সেই শিক্ষাটাও অসার! আমাদের খ্রিস্টান সমাজের অনেক লোকই শিক্ষা লাভ করে জ্ঞানী হয়েছে, তারা আর গির্জায় আসে না, তারা তাদের মূল্যবান সময় ঈশ্বরকে দিতে পারে না, বাইবেল পড়তে পারে না, ঈশ্বরকে চিনে না, জানেও না, তাদের জীবন অসার! আর এটা সত্য যে, যারা এ ধরনের শিক্ষা লাভ করেছে, সেখানে খুব কম লোকেরই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে।

অনেক সময় কথাবার্তাও অসার বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে, সদাপ্রভু যিরমিয়কে বলেছিলেন: 'তখন প্রভু পরমেশ্বর আমাকে বললেন, যেই ভাববাদীরা আমার নামে মিথ্যা ভাববাণী বলে; আমি তাদেরকে প্রেরণ করিনি, তাদেরকে আদেশ দিইনি, তাদের কাছে কথা বলিনি; তারা তোমাদের কাছে মিথ্যা দর্শন ও মন্ত্র, অলীক ও নিজ নিজ হৃদয়ের প্রতারণামূলক ভাববাণী বলে। সেই মিথ্যা ভাববাদীরা দাবি করেছিল যে, তারা সদাপ্রভুর নামে কথা বলে কিন্তু তারা আসলে তাদের নিজস্ব ধারণাকে, তাদের নিজস্ব প্রজ্ঞাকে ছড়িয়ে দিয়েছিল। তাই, তাদের কথাগুলো ছিল অবস্তু বা অসার বিষয়। সেগুলো ছিল অর্থহীন ও সেগুলো আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে সত্যিই হুমকিস্বরূপ হয়েছিলো।

আমরা যেন সবসময় অসার কথাবার্তাকে অস্বীকার করি এবং সত্যের মূল্যবান বাক্যের প্রতি আসক্ত থাকি। ১ করিন্থীয় ২ অধ্যায় ৬ ও ৭ পদে রয়েছে, আধ্যাত্মিক অর্থে পরিণত মানুষ যারা, তাদের কাছে আমরা অবশ্যই জ্ঞানের কথা শুনিয়ে থাকি, তবে সে জ্ঞান এ সংসারের জ্ঞান নয় এবং এই সংসারের নিয়ন্তা যারা, ধ্বংসের পথেই চলেছে যারা, তাদেরও জ্ঞান নয়। আমরা বরং শুনিয়ে থাকি পরমেশ্বরের এক রহস্যময় জ্ঞানেরই কথা। যে জ্ঞান লাভ করে আমরা মহিমাধন্য হব বলে তিনি চিরকাল থেকেই স্থির করে রেখেছিলেন। কিছু বিজ্ঞানী বলে, বিবর্তন সংক্রান্ত মতবাদ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘটিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো প্রদর্শন করে যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস করার আর কোনো প্রয়োজন নেই এবং সমস্ত কিছুকেই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। মানব জ্ঞান বা প্রজ্ঞা ঈশ্বরের প্রজ্ঞার চেয়ে ভিন্ন। কিন্তু আমরা জানি যে, যখন মানুষের শিক্ষাগুলো ঈশ্বর যা প্রকাশ করেছেন, সেটার সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে, তখন সবসময় মানুষের শিক্ষাগুলোই ভুল প্রমাণিত হয়।

১ করিন্থীয় ৩ অধ্যায় ১৮ থেকে ২০ পদে রয়েছে, কেউ যেন নিজেকে না ভোলায়। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজেকে এই যুগের আদর্শে প্রজ্ঞাবান বলে মনে করে, সে প্রজ্ঞাবান হওয়ার জন্য মূর্খ হোক ; কারণ এই জগতের যে প্রজ্ঞা, তা ঈশ্বরের কাছে মূর্খতা; কেননা লেখা আছে, তিনি প্রজ্ঞাবানদের তাদের নিজেদের কুটিলতার ফাঁদে ধরে ফেলেন। আরও, প্রভু তো জানেন, প্রজ্ঞাবানদের ধ্যানধারণা অসার। সত্যিই কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক উন্নতি সত্ত্বেও, মানব প্রজ্ঞা সম্বন্ধে বাইবেলের এই মূল্যায়ন সত্য হিসেবে অব্যাহত।

অসার কথাবার্তার খ্রিস্টীয় জগতের ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে পাওয়া যায়। তারা দাবি করে যে, তারা ঈশ্বরের নামে কথা বলে কিন্তু তাদের অধিকাংশ কথাই বাইবেলের ওপর ভিত্তি করে নয়; আর তারা যা বলে, তা মূলত অর্থহীন, অসার।

ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেটিভ লিমিটেড

National Investment Co-operative Limited

নিবন্ধন নম্বর: সঅ/০০১/২০০৩

জেনেটিক প্লাজা (লেভেল ৩), প্লট নং ১৬, সড়ক নং ১৬ (২৭-পুরাতন), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা ১২০৯

সদস্যদের জন্য আমাদের প্রডাক্টস সমূহের লাভজনক সুদহার!

ক্রমিক নং	হিসাবের বিবরন	মেয়াদ	সুদ হার
১	সঞ্চয়ী হিসাব		৬.০০%
২	মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প	৫ বছর	৯.০০%
৩	মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প	১০ বছর	৯.৫০%
৪	ত্রৈমাসিক সঞ্চয় প্রকল্প	৩ ও ৫ বছর	১১.০০%
৫	ত্রৈমাসিক সঞ্চয় প্রকল্প	৮ বছর	১১.৫০%
৬	দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী আমানত	৬ মাস	১০.৫০%
৭	দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী আমানত	১২ মাস	১১.৫০%
৮	দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী আমানত	২৪ মাস	১২.৫০%
৯	দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী আমানত	৩৬ মাস	১৩.০০%
১০	দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী আমানত	৬০ মাস	১৩.৭৫%
১১	দ্বিগুণ আমানত প্রকল্প	৫ বছর	দ্বিগুণ
১২	তিনগুণ আমানত প্রকল্প	৮ বছর	তিনগুণ
১৩	শিক্ষা সঞ্চয় প্রকল্প	১মাস থেকে ১৮ বছর	১০.০০%
১৪	আমানত সমূহের উপর ঋণ		

মোবাইল: ০১৯১৩-৫২৬-৩৬৫

বিপ্র/১৮৫/২৪

আমার অভিজ্ঞতায় প্রয়াত ফাদার গিলবার্ট

সিস্টার রিনা পালমা এলএইচসি

খ্রিস্ট প্রেমের আকর্ষণে ফাদার গিলবার্ট লাগু সিএসসি ভালোবাসার আত্মদানে ব্রতী হয়ে যুব বয়সে বাংলাদেশে এসেছিলেন। সুগন্ধে, সৌরভে, সুশোভিত কানাডীয় একটি ফাদার গিলবার্ট লাগু সিএসসি ফুটেছিল বাংলায়। যিনি তাঁর সম্পূর্ণ শক্তি, সামর্থ্য, হৃদয় নিংড়ানো ধার্মিকতা দিয়ে বাংলার মানুষকে ধর্মপথে চলার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। হতাশা, নিরাশাপূর্ণ মানুষের জীবনে দিয়েছেন সুখ, শান্তিময় জীবনে যুগিয়েছেন নতুন আশা। তিনি নিজে ত্যাগী হয়েছেন, ত্যাগের আনন্দ দিয়ে দুঃখভরা মানুষের জীবনে দিয়েছেন সুখের নতুন বিশ্বাস। তিনি ছিলেন খ্রিস্টের সাধক, খ্রিস্টের সেবক। সাধনা মানুষকে নিয়ে যায় সাধুতার উচ্চ শিখরে, নিয়ে যায় পূর্ণতার পথে। ৯ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার মাটিতেই তিনি প্রয়াত হয়েছেন। ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করি। তিনি উদ্যোগ নিয়ে "খ্রিস্ট সাধক ও সেবক" বইটি ফাদার গিলবার্টকে নিয়ে প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ফাদারের জীবনের সাথে বইটির নামকরণ নিবিড় ভাবেই মিল রয়েছে। ফাদার গিলবার্ট ছিলেন ধীর স্থির, হাসি খুশি, প্রার্থনাশীল একজন যাজক। যিনি তার হাঁটা চলায়, কথা বলায় ছিলেন খ্রিস্ট ধ্যানের প্রচারক। দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় তিনি একজন বই পড়ুয়া, আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা, পাপস্বীকার শ্রোতা এবং বড় বড় সভা প্রার্থনায় জোরালো কন্ঠের বক্তা ছিলেন। তার জীবনদ্দশায় তিনি তার হৃদয় কোঠায় স্থান দিয়েছেন বাংলাদেশের অসুস্থ, পীড়িত দরিদ্র ভাইবোনদের। ফাদার গিলবার্ট তার নিজ দেশ, আত্মীয় পরিজনদের মায়া ছেড়ে আমাদের দেশের আপামর জনগণের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস পরম করুণাময় ঈশ্বর তাঁর সেবককে স্বর্গের উচ্চ আসনে উন্নীত করবেন। খ্রিস্ট প্রেমের এই সেবকের জীবনাদর্শ আমাদের সবার অন্তরে থাকুক ঐশ আদর্শে ভিত্তি হয়ে। যিশুর ভালোবাসা অন্তরের গভীরে উপলব্ধি হওয়ার মাধ্যমে যিশুর প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে কিছু নর-নারী সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করে। সন্ন্যাস জীবনের মূল কেন্দ্রে থাকে যিশুর জীবন অনুসরণের আকুল আকাঙ্ক্ষা, সাধনা ও অনুশীলন। লোহা যেমন চুম্বকে পরিণত হয়, একজন সন্ন্যাসব্রতীও যিশুর ধ্যানে মগ্ন হয়ে যিশুময় হয়। আজ আমি যে ব্যক্তির বিষয়ে লিখছি সে ব্যক্তি সত্যিই যিশু ধ্যাণী ব্যক্তি ছিলেন আর তিনিই ফাদার লাগু সিএসসি। ফাদারের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ছিলেন পবিত্র ক্রুশ সংঘের নব্যাধক্ষ। একবার সুযোগ হয় এলএইচসি নবিসদের সাথে যৌথ ক্লাস করার। এক সপ্তাহ তিনি ক্লাস দিয়েছেন সামসঙ্গীতের উপর। সামসঙ্গীতের মধ্যে কত যে জীবনের কথা এবং যিশুর জীবনের অন্তর্নিহিত ভাব রয়েছে তা বুঝতে পেরে তখন থেকে সামসঙ্গীত পড়ে অনেক আগ্রহ ও আনন্দ খুঁজে পাই। সিস্টার রিনার সাথে একমত পোষণ করে আমিও আমার কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চাই, ২০০২ খ্রিস্টাব্দে ফাদার যখন সাগরদী পালকীয় সেবাকেন্দ্রে থাকেন, তখন আরো বেশি সুযোগ হয় তার আধ্যাত্মিক জীবন অভিজ্ঞতা করার। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে যে, তাকে অনেকেই বলতো তিনি কৃপণ, অর্থাৎ তখন যেহেতু মোবাইলের যুগ ছিল না তাই অনেক সময় ফাদারগণ সিস্টারগণ কোন যোগাযোগ না করেই পালকীয় সেবাকেন্দ্রে দুপুরে আহারের সময়ে আসতো, উনি কোনদিন বলতেন না আসো একসাথে খাই বা খেয়েছো কিনা। ব্যাপারটা আমার কাছে খুব খারাপ লাগতো, কারণ আমার কৃষ্টি হলো আগে অতিথি আপ্যায়ন তারপর নিজের জন্য ব্যবস্থা করা। আমার এই খারাপ লাগার বিষয়টা ওনাকে জানাতেই সুন্দর হাসি দিয়ে বলেছিলেন,"দেখ, আমার কৃষ্টিতে এটা নাই, কিন্তু তুমি যদি তাদের আপ্যায়ন করো তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই"। বুঝতে পেরেছিলাম কত সহজেই তিনি গ্রহণ করতেন আমাদের সংস্কৃতি। এক রাতের অভিজ্ঞতা বলতে চাই, "সেন্টারে প্রায় দেড় শত মানুষের আয়োজন। অন্যান্য কাজের পাশাপাশি ফটোগ্রাফি করতে প্রায় ১ টা বেজে গেল, অফিসে ছিলাম আমি আর আমার সহকর্মী দুই ভাই, দেখলাম ফাদারের অফিসে লাইট জ্বলছে, সেই রাতে ফাদারের অফিসের দরজায় কড়া নেড়ে বুঝতে চেষ্টা করছি তিনি এত রাতে অফিসে আছেন নাকি ভুলবশত লাইট জ্বালিয়ে রেখেছেন। দরজায় কড়া নেড়ে জিজ্ঞাসা করলাম,"ফাদার আছেন?" দরজা খুলে বেরিয়ে এসে হাসি মুখে বললো, "তোমাদের অফিসের কাজ শেষ করেছো? তোমাদের অফিসের কাজ শেষ হলেই আমি ঘুমাতে যাবো।" সত্যিই উপলব্ধি করেছি একজন অভিভাবক পাশে আছেন, তার ভালোবাসাপূর্ণ যত্ন নিয়ে। সেবা কেন্দ্রে প্রোগ্রাম গুলোতে তিনি খুব প্রাণবন্তভাবে পরিচালনা করতেন, ফাদারের সাথে কাজ করতে গিয়ে মনে হত পালকীয় সেবাদল আমার একটা পরিবার। যদিও পালকীয় সেবাকেন্দ্রের তিনি ছিলেন পরিচালক, কাজের ক্ষেত্রে আদেশ তিনি কখনই দিতেন না, বেশির ভাগ ছিল অনুরোধের স্বর "সময় আছে? কাজটা করা সম্ভব হবে? অন্যদিকে বলতে গেলে তিনি এলএইচসি সংঘের একজন গুরু রূপেই অবদান রেখেছেন। মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত তিনি এলএইচসি সংঘের আধ্যাত্মিক উপদেষ্টার দায়িত্ব গুরুত্ব ও বিশ্বস্ততা নিয়ে পালন করেছেন। ফাদারের সবচেয়ে প্রিয় পালকীয় কাজটা ছিল নির্জন ধ্যান পরিচালনা, বিভিন্ন বড় সভায় জোরালো কণ্ঠে বক্তব্য দেওয়া, পাপস্বীকার শোনা, আধ্যাত্মিক পরিচালনা দেওয়া এবং খ্রিস্টযাগে গল্প ব্যবহার করে উপদেশ দেওয়া। বিভিন্ন সময়ে তার জীবন সহভাগিতায় জানতে পেরেছি তিনি ধর্মপল্লীর কাজ খুব পছন্দ করতেন। মানুষের পরিবারে গিয়ে তাদের সাথে সময় নিয়ে আলাপ করে তাদের সুখ, দুঃখের কথা শুনতেন। অভাবী দরিদ্রদের সাহায্য করতেন। অসুস্থদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন। কেন তিনি এত উদার সন্ন্যাসব্রতী হতে পেরেছেন। তার সহভাগিতায় তিনি বলেছেন, তাদের পরিবারে তারা অনেক ভাইবোন ছিলেন। তিনি নতুন পোশাক পরার তেমন সুযোগ পাননি কারণ বড় ভাইদের পুরানোটা তাকে পরতে হয়েছে প্রায়ই। দরিদ্রতা, সহভাগিতার মধ্য দিয়ে তিনি বেড়ে উঠেছেন। এজন্য তিনি সুখী হয়ে তার সন্ন্যাসব্রতী যাজকীয় জীবনযাপন করেছেন। একজন বিদেশী ফাদার হলেও তিনি খুবই সাধারণভাবে চলাফেরা করেছেন। ফাদারের পোশাক, ক্যাসাক ছিল খুবই সাধারণ। সময়ের প্রতি এতটাই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, সবসময় তিনি একটি বই হাতে রেখেছেন অবসরে পড়ার জন্য। ঈশ্বরের জ্ঞান অর্জন করে মানুষের জন্য ব্যবহার করতেন। তিনি তার আধ্যাত্মিক জ্ঞান দিয়ে অনেক সন্ন্যাস সংঘের সন্ন্যাসব্রতীদের গঠন গৃহের প্রার্থীদের আধ্যাত্মিক পরামর্শ দিয়ে তাদের সবল হতে সাহায্য করেছেন। বরিশালে এলএইচসি সিস্টারদের প্রতিটি আশ্রমে গিয়ে তিনি প্রত্যেকজন সিস্টারের কথা শুনতেন উৎসাহ পরামর্শ দিয়ে যিশুর ভালোবাসায় স্থির থাকতে সাহায্য করতেন। বর্তমানে এমন একজন প্রাণবন্ত, সুখী, মিশুক আধ্যাত্মিক যাজকের অভাব অনুভূত হচ্ছে। যিশু প্রেমিক হয়ে তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন, বাংলাদেশকে ভালোবেসেছেন, সুন্দর বাংলা বলতে পারতেন। তার প্রিয়জন ছেড়ে বাংলাদেশের মানুষের জন্য তিনি সুখ, আরাম, আয়েশ যিশুর কাছে উৎসর্গ করেছেন। বাংলার বুকে দীর্ঘদিন থেকে এই প্রিয় বাংলাদেশেই ৯ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। পরম করুণাময় ঈশ্বর তার এই আদর্শ সন্ন্যাসব্রতী ফাদারকে ঐশজীবনের পুরস্কার দান করুন।

মৃত্যু তোমার হুল কোথায়

এলড্রিক বিশ্বাস

নভেম্বর মাস, মৃতদের স্মরণ করার মাস। পুরো মাস ধরে কাথলিক মণ্ডলীর অনেক চার্চে রাতে বা সন্ধ্যায় ঘন্টা বাজানো হয়। এই ঘন্টা ধ্বনি শুনে আমরা স্মরণ করি আমাদের আপনজন বাবা-মা, ভাই-বোন,স্বামী-স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজনদের। যদি কবরস্থানে ঐ সময় কেউ অবস্থান করে তবে তার অনুভূতি থাকে অন্যরকম। মানুষের জীবন হচ্ছে অনিশ্চয়তায় চলা, হঠাৎ চলে যাওয়া অস্বাভাবিক হলেও আমাদের মেনে নিতে হয়। এ জগতে আমরা ক্ষণিকের অতিথি আমরা এসেছি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য, সৃষ্টিকর্তার ডাক আসলেই চলে যেতে হবে এ মর্ত্যের মায়া ছেড়ে ঐশজগতে।

নভেম্বর মাসে কাথলিক মণ্ডলীতে শুরু হয় মৃতদের কল্যাণে প্রার্থনা অনুষ্ঠান। প্রতি বছর ২ নভেম্বর বিশ্বব্যাপী কাথলিক চার্চে পালন করা হয় পরলোকগত আত্মার স্মরণ দিবস। মণ্ডলীর নিয়মের মধ্যে থেকে ধর্মীয় অনুশীলনের চর্চা করে আধ্যাত্মিক ও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হই। এই সময় আমাদের আত্মশুদ্ধির সময়। এ সময় আত্মসচেতন হওয়া, প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করা, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করা, পিতা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের গভীরতা বাড়ানো, নিজেকে আত্মশুদ্ধ করা, আধ্যাত্মিক স্পর্শে নিজেকে বিকশিত করা, ত্যাগ ও সেবার মনোভাবে ব্রতী হওয়ার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ খ্রিস্টভক্ত হিসেবে নিজেকে তুলে ধরা-ই হচ্ছে বিশেষ দিক। আমাদের মনকে প্রস্তুত রাখতে হবে সবসময় যেন পিতা ঈশ্বরের নির্দেশিত পথে চলতে আমরা প্রস্তুত থাকি ও তাঁর ডাকে সাড়া দেই।

আমাদের সবসময় প্রস্তুত থাকা উচিৎ ঐশজগতের জন্য। আমরা সবসময় মনে করি জীবনের আরো অনেক সময় আছে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য, তাঁর প্রশংসা করার জন্য। কিন্তু আমাদের জীবনে প্রতিটি দিনই প্রস্তুতির দিন, অনুগ্রহ লাভের দিন। যিশু খ্রিস্টের উপর অগাধ বিশ্বাস ও তাঁর বাণী পালনের মাধ্যমে আমরা হতে পারি খ্রিস্টের একান্ত অনুসারী। আমাদের এই সীমাবদ্ধ ও ক্ষণিকের জীবনযাত্রায় জীবনধারা অবশ্যই হওয়া উচিৎ খ্রিস্টীয় প্রেম ও ঈশ্বর প্রেম ভিত্তিক। তাহলে আমাদের জীবনে সকল অনৈতিকতা কেটে গিয়ে খ্রিস্টের বাণীকে আমরা অন্তরে স্থান দিতে পারবো। আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে যে কোন সময় সৃষ্টিকর্তা পিতা ঈশ্বরের ডাক শোনার জন্য। আধ্যাত্মিক অনুশীলন মানুষের মনকে করে ঈশ্বর ভীতি এবং মানুষ সকল প্রকার অন্যায্যতা, অপকর্ম থেকে বিরত থাকে। সবসময় পিতা ঈশ্বরকে স্মরণ করে প্রাত্যহিক প্রার্থনা জীবনে যেন স্থান পায়। এ জন্য একজন ধর্মভীরু মানুষ সবসময় প্রস্তুত থাকে পিতা ঈশ্বরকে স্তুতি ও ধন্যবাদ জানাতে। আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য কি? সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করা, তাঁর স্তুতি করা, তাঁর একমাত্র পুত্র প্রভু যিশু খ্রিস্টতে বিশ্বাস ও তাঁর বাণী বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা। এভাবে আমরা এ মর্তের রাজ্য থেকে ঐশ্বরাজ্যে প্রবেশের পথ সুগম করতে পারি। পবিত্র বাইবেল বলে- "খ্রিস্টের সঙ্গে যদি আমরা মরে থাকি, তবে তার সঙ্গে আমরাও জীবিত থাকবো।" *(তিমথি ২:১১ পদ)*

মানুষ মরণশীল, এ জগতে অমরত্বের দাবিদার কেউ হতে পারবে না। একমাত্র মানব জাতির মুক্তিদাতা প্রভু যিশু খ্রিস্ট মৃত্যুর পর পুনরুত্থান করে চল্লিশ দিন পৃথিবীতে থেকে প্রমাণ করেছেন তিনিই মৃত্যুঞ্জয়ী। মানুষকে একদিন মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ পেতে হবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতায় এ জগতকে নিয়ে লিখেছেন," মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই।" মানুষ চায় বহুদিন যেন সে এ জগতে বাঁচতে পারে। মানুষ বাঁচার আকাঙ্খায় খাওয়া দাওয়া কন্ট্রোল করা সহ শারীরিক কসরত, বিশ্রাম ও নানাবিধ কর্মসূচি ও নতুন নতুন চিন্তা নিয়ে বেঁচে থাকার মহান ব্যর্থ দায়িত্ব পালন করে চলেছে। স্বয়ং খ্রিস্ট যিশু আমাদের জন্য বাণী রেখেছেন-" আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে আমার উপর বিশ্বাস করে, সে মরলেও জীবিত হবে।" *(যোহন: ১১; ২৫-২৬ পদ)*

পিতা ঈশ্বর মানুষকে (আদম) পাপ দিলেন যা আমরা আদিপুস্তকে পাই," যে গাছের ফল সম্বন্ধে তোমাকে বলেছিলাম তুমি তা খাবে না, তোমার স্ত্রীর কথা শুনে তুমি তার ফল খেয়েছো বিধায় তোমার কারণে ভূমি অভিশপ্ত হোক। তোমার সমস্ত দিন ধরে তুমি ক্লেশেই তা ভোগ করবে। এই ভূমি তোমার জন্য কাঁটাগাছ ও শিয়ালকাঁটা ফলাবে, মাঠের উদ্ভিদ হবে তোমার খাদ্য। তুমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই আহার করবে যতদিন না তুমি মাটিতে ফিরে যাও। যেহেতু মাটি থেকেই তোমাকে তুলে নেয়া হয়েছে; কেননা তুমি ধুলো আর ধুলোতেই আবার ফিরে যাবে।" পবিত্র বাইবেল (পুরাতন নিয়ম) আদিপুস্তক: ৩ অধ্যায় ১৭-১৯ পদ।

আমরা দেখি স্বাভাবিক মৃত্যু ও অস্বাভাবিক মৃত্যু। স্বাভাবিক মৃত্যু চেয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু আমাদের বেশি কষ্ট দেয়। স্বাভাবিক মৃত্যু, বয়স হয়ে মৃত্যু, অসুখ হয়ে মৃত্যু, হঠাৎ মৃত্যু (স্ট্রোক) এছাড়া এক্সিডেন্ট, অপমৃত্যু, আন্দোলনে দেশের জন্য মৃত্যুসহ আমাদের জন্য পিতা ঈশ্বরের কি পরিকল্পনা আছে তা আমরা জানি না। আগামীকাল মানুষের জন্য পিতা ঈশ্বরের কি চিন্তা তা মানুষ জানে না। মানুষ কি সৃষ্টিকর্তাকে সবসময় স্মরণ করতে প্রস্তুত? সাধারণত মৃত্যুর গ্যারান্টি সকলেই চায়, যেহেতু মরণশীল মানুষকে একদিন এ জগতের মায়া ত্যাগ করতে হবে সেহেতু প্রতিটি মানুষের উচিৎ সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করা। পবিত্র বাইবেলে বলে-" টাকা-পয়সা, জমি-জমা, সৌন্দর্য ও ভোগ বিলাসিতা এখন আর কাজের নয়। তারা সবই ছেড়ে গেছেন; সঙ্গে শুধু নিয়েছেন তাদের কর্মফল, স্বর্গসুখ নয় শান্তি। প্রত্যাদেশ ১১: ১৩ পদ "যারা প্রভুকে জেনে ও প্রভুতে বিশ্বাসী হয়ে মৃত্যুবরণ করে, তাদের জীবন অমরত্বে পূর্ণ, তাদের পুরস্কার তারা পাবেই অনন্তধামে।" প্রজ্ঞা; ৩:১ পদ। তাই আমরা বলি,"মৃত্যু তোমার হুল কোথায়?

শেষ কথা, আমাদের সকলেরই ব্যক্তি জীবনে আছে অহংকার, লোভ, ক্ষোভ, রাগ, ক্ষমতার প্রতিপত্তি...আরো অনেক কিছু আছে, টাকা-পয়সা ও সম্পদের প্রাচুর্যময় জীবন এবং প্রতিনিয়ত যে যেই অবস্থানে আছি তার থেকে আরো উন্নতিতে ও উৎকর্ষতায় জীবনকে সুন্দর করার অবিরাম প্রয়াস। কিন্তু যেদিন শ্বাস নেওয়া বন্ধ হবে, সেদিন অন্য কেহ মৃত লোকের পরিচর্যা করবে। সেদিন তাকে নাম ধরে ডাকা হবে না, বলবে লাশ কোথায়? আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি না কিন্তু মৃত ব্যক্তির ভালো কাজের পাশাপাশি বিতর্কের দিকগুলো আলোচনায় আসবে, ফিসফিস করবে। তাই সময় থাকতে ভজন করতে হয়। আর যদি একজন ভালো মানুষ পিতা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দেয় তখন লোকে বলে, একজন ভালো মানুষ চলে গেলো। আপনি অনেক টাকার অধিকারী হতে পারেন, অবৈধভাবে টাকা আয় করতে পারেন, অনৈতিক কিছু করতে পারেন, আধ্যাত্মিক চর্চা না করে মণ্ডলীর একচোট নিতে পারেন, কিন্তু..... সমাজের একজন ভালো মানুষের পরিচর্যা লাভ করা এতো সহজ নয়। বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করুন আবারও। ৺

আর্থিক সহায়তার আবেদন

এই যে, আমি জনি রিবেরু, পিতা বিনয় রিবেরু, ধর্মপল্লী: রাঙ্গামাটিয়ার বাসিন্দা (পশ্চিম পাড়া)।

আমি দূরারোগ্য লিভার ক্যান্সার ও কিডনী সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সাথে লড়াই করছি। প্রতিমাসে ৪ বার রক্ত নিতে হয়। আমি আমার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। আমার সংসারে আমি সহ ৬জন সদস্য। আমার বাবা একজন দরিদ্র কৃষক। তার পক্ষে ব্যয়বহুল চিকিৎসা চালানো সম্ভব না। অসুস্থতার কারণে আমি চাকরি করতে পারছি না। আমার চিকিৎসার জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন। তাই আপনাদের শরণাপন্ন হয়েছি।

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা:

নাম : জনি রিবেরু
পিতা: বিনয় রিবেরু
রাঙ্গামাটিয়া, গাজীপুর।
বিকাশ: ০১৯০৫১৩৩১৯৫

পাল-পুরোহিত
রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী।

AGRANI BANK LTD.
NAGARI BRANCH
AC: 0200005593189

মৃত্যু চিন্তা

সোহাগ ইম্মানুয়েল রোজারিও

"জন্মিলে মরিতে হবে", "জন্ম-মৃত্যু সবই ঈশ্বরের হাতে", "মানুষ মাত্রই মরণশীল," উল্লেখিত বাক্যগুলো চিরন্তন সত্য, এক চরম বাস্তবতা। এ সত্য/বাস্তবতা আমরা সহজে মেনে নিতে চাই না। আমরা মৃত্যু চিন্তা একেবারেই করতে চাই না। মৃত্যু নিয়ে মানুষের মধ্যে কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই। নেই মৃত্যুর পরবর্তী জীবন নিয়ে চিন্তা। কেননা মৃত্যুর কথা চিন্তা করলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, ভাবিয়ে তোলে। আমরা স্বীকার করি বা না-ই করি মৃত্যুর স্বাদ আমাদেরকে অবশ্যই পেতে হবে। এ থেকে কারোর মুক্তি নেই। কেননা মৃত্যু মানব জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ। এটি জীবনের একটি নিয়মিত অধ্যায়, যা সময়ের সাথে সাথে আসে।

আমরা নভেম্বর মাসে রয়েছি। এ মাসে মাতা মণ্ডলী সকল খ্রিস্টভক্তকে আহ্বান জানায় নিজের মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করতে, ধ্যান করতে। যখন আমরা নিজেদের মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করব ধ্যান করব তখন আমাদের মধ্যে থাকা দাম্ভিকতা, হিংসা, লোভ, অন্যায়, অন্যের ক্ষতি করার মানসিকতা, পরনিন্দা বা পরচর্চা প্রভৃতি বিষয়গুলো দূর হবে। তবে আমরা এই বস্তু জগতে অর্থ, ক্ষমতা, সম্মান ও প্রতিপত্তি নিয়েই ব্যস্ত; আমরা মোটেই নিজেদের মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করি না; ভাবি না এই জীবনের পরেও আরেকটি জীবন রয়েছে। মানুষের মধ্যে যদি মৃত্যু চিন্তা বা মৃত্যু ভয় থাকতো তখন মানুষ আর খুন, ধর্ষণ, অগ্নি-সংযোগ, জ্বালাও-পোড়াও, দুর্নীতি এবং রাহাজানির মত বড় বড় অন্যায় কাজে লিপ্ত হতো না বা সমাজে এত অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যেত না। মৃত্যু চিন্তা নেই বলেই মানুষ বড় বড় অন্যায় করেও হেসে-খেলে দিন পার করছে। অপরাধ বা অনুশোচনা বোধ বিন্দুমাত্র তাদের স্পর্শ করে না। একজন আত্মহত্যাকারী যিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে সেও আত্মহত্যার একটি মুহূর্তে এসে বাঁচার জন্য আকুতি-মিনতি জানায়, ছটফট করে বাঁচার জন্য কিন্তু তার আর শেষ রক্ষা হয় না।

মৃত্যু পার্থিব তীর্থ যাত্রার পরিসমাপ্তি বটে, কিন্তু অনন্ত জীবনের সূচনা। মাতা মণ্ডলী আমাদের শিক্ষা দেয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই পার্থিব জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে কিন্তু স্বর্গে আমাদের নতুন জন্ম হয়। এজন্য মণ্ডলী সাধু-সাধ্বীদের মৃত্যু দিবসকে পর্ব দিন হিসেবে পালন করে কারণ যেদিন একজন সাধু বা সাধ্বী এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন সেদিনই তিনি স্বর্গে নতুন করে জন্ম গ্রহণ করেন। তাই তো খ্রিস্টমণ্ডলী সর্বদা আমাদের উৎসাহিত করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে। কারণ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বিশ্বাসীদের জীবন পরিবর্তীত হয়, ধ্বংস হয় না। খ্রিস্ট বিশ্বাস অনুসারে, খ্রিস্টবিশ্বাসীদের এই পৃথিবীতে জন্ম যেমন একবার ঘটে, মৃত্যুও একবারই ঘটে। কারণ খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম নেই; আছে খ্রিস্টাশ্রিত নতুন জীবন। একজনের পাপের জন্য যখন এই পৃথিবীতে পাপের আবির্ভাব ঘটেছিল ঠিক একইভাবে খ্রিস্টের মৃত্যুর ফলে এসেছে নব জীবন। ফলে সাধিত হয়েছে মানব পরিত্রাণ, উন্মুক্ত হয়েছে স্বর্গদ্বার। তাই যারা খ্রিস্টের অনুগ্রহে মৃত্যু বরণ করে, তাদের জন্য মৃত্যু হল খ্রিস্টের মৃত্যুতে অংশগ্রহণ, যাতে তারা পুনরুত্থানের অংশী হতে পারে। অনন্ত রাজ্যে প্রবেশ করতে হলে অবশ্যই যিশুর মধ্য দিয়ে যেতে হবে কেননা তিনি নিজেই বলেছেন, "আমিই পথ, সত্য ও জীবন; আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না" *(যোহন ১৪:৬)*।

মৃত্যুর মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষকে ডাকেন। একবার একজন যাজক মৃত্যুকে এভাবে তুলনা করেছেন, মৃত্যু হল একজন মা তার শিশুকে একপাশ থেকে দুধ খাওয়ানোর পর সযত্নে অন্য পাশে নিয়ে আসেন। মৃত্যুও ঠিক এমনই এ জীবন সাঙ্গ করার পর ঈশ্বর আমাদেরকে সযত্নে তার কাছে নিয়ে যান তার সাথে মিলিত হতে। আমরা পুনরুত্থান বা পুনর্জীবনে বিশ্বাসী। মৃত্যু আমাদের জীবনের রূপান্তর মাত্র। মৃত্যু ভয় আমাদেরকে কখনো কাবু করতে পারবে না। কেননা স্বয়ং খ্রিস্ট মৃত্যুর বন্ধনকে ছিন্ন করেছেন। তাই খ্রিস্টবিশ্বাসীদের আর মৃত্যু নেই আছে নতুন জীবন।

খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে সবসময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এজন্যই আভিলার সাধ্বী তেরেজা বলেছেন, "আমি ঈশ্বরকে দেখতে চাই, তাই তাকে দেখার জন্য আমাকে মরতেই হবে"। লিসিয়োর সাধ্বী তেরেজা বলেছেন, "আমি মরছি না; আমি অনন্ত জীবনে প্রবেশ করছি।" এছাড়াও দেখি বেশির ভাগ সাধু-সাধ্বীই আনন্দের সাথে মৃত্যুকে বেছে নিয়েছেন। কারণ তাদের একমাত্র ইচ্ছে ছিল পিতার সান্নিধ্য লাভ করা। এ জগতের মোহ-মায়া কোন ভাবেই তাদেরকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। তন্মধ্যে- প্রেরিত শিষ্যগণ, আন্তিয়োখের সাধু ইগ্নেসিউস, রোমের ডিকন সাধু লরেন্স, সাধু ম্যাক্সিমিলিয়ন কল্‌বে, সাধ্বী মারীয়া গরেট্টি প্রমুখ। এছাড়াও পবিত্র বাইবেলের বেশ কয়েক জায়গায় আমরা দেখি জাগতিক কোন শক্তির বশ্যতা স্বীকার না করে অনেকেই শহীদ মৃত্যুবরণ করেছেন একমাত্র ঈশ্বর ও যিশুকে ভালোবেসে এবং তাদের সাথে মিলিত হতে। তার মধ্যে- প্রথম ধর্ম শহীদ সাধু স্তেফান *(শিষ্যচরিত ৭:৫৪-৬০)*, দীক্ষাগুরু সাধু যোহন *(মথি ১৪:১-১২)*। এছাড়াও পুরাতন নিয়মে দেখি ২য় মাকাবীয় গ্রন্থের ৭:১-৪২ সেই সাত ভাইয়ের সাক্ষ্যমর মৃত্যু।

অবশেষে, ভালো মৃত্যুর প্রতিপালক সাধু যোসেফের মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করি যেন এই নভেম্বর মাসে তিনি আমাদেরকে মৃত্যু নিয়ে চিন্তা বা ধ্যান করার অনুগ্রহ পিতার নিকট থেকে নিয়ে দেন। যেন এই জীবন সায়াহ্নে আমরা আমাদের মৃত্যু নিয়ে আরো বেশি সচেতন থাকি এবং ভালো মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকি। যেন স্বর্গে পিতার সান্নিধ্য পেতে পারি এবং তার সাথে বসবাস করতে পারি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: সাপ্তাহিক প্রতিবেশী।

পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী

"আঁখির আড়ালে চলে গেছ তবু,
রয়েছ হৃদয় জুড়ে, তুমি আজ কত্তো দূরে"

প্রয়াত মার্গারেট কস্তা

জন্ম : ১৭ অক্টোবর, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২২ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

"মা" ছোট্ট একটি অক্ষর, কিন্তু যার বিশালতা সীমাহীন, অপরিসীম। পৃথিবীর কোনো কিছুর সাথে যার তুলনা হয় না। সন্তানের সুখের জন্য 'মা' সব কিছুই করতে পারে, এমনকি নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে।

আজ আমাদের স্নেহময়ী 'মা' এর ৫ম মৃত্যু বার্ষিকী। মা, আজ তুমি নেই, কিন্তু তোমার অভাব আমরা প্রতিনিয়ত অনুভব করি, এক বিশাল শূন্যতা, কষ্ট এবং বুকভরা যন্ত্রণা নিয়ে আমাদের দিন কাটে। তোমার হাজারো স্মৃতি মনের আয়নায় ভেসে ওঠে। আজ, গভীর শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায় তোমাকে স্মরণ করি। প্রার্থনা করি, পরম করুণাময় ঈশ্বর, তোমার আত্মাকে যেন স্বর্গের অনন্ত শান্তি দান করেন। আমেন।

তোমারই স্নেহের সন্তানেরা
মুক্তা নীলয়, নন্দা, গুলশান।

বিজ্ঞ/১৮৪/২৪

অর্ধপাগল

ডেভিড স্বপন রোজারিও

কয়েকদিন যাবত প্রবল নিম্নচাপ চলছে। আকাশে পুঞ্জিভূত মেঘ, থমথমে ভাব। থেমে থেমে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড়ের আশংকা। নদী বন্দর ও সাগরের মাছধরা জেলেদের উদ্দেশে আবহাওয়া দপ্তরের ঘন ঘন সতর্কবাণী। জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা এবং কি কি করণীয় ইত্যাদি। আর ঠিক এইদিনে প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ভূপেন হাজারিকার গাওয়া হৃদয়ছোঁয়া গানটি বড় বেশি করে মনে পড়ে।

মেঘ থম থম করে,
কেউ নেই-নেই
জল থৈ থৈ করে
কিছু নেই-নেই
ভাঙনের যে নেই পারাপার
তুমি আমি সব একাকার।

এই রকম মেঘলা দিনে অফিস থেকে ফিরে কোথাও বের হতে ইচ্ছে করে না। তদুপরি, রাস্তায় পিচ্ছিল কাদাযুক্ত পথ এবং স্থানে স্থানে নোংরা জল জমে একাকার হয়ে থাকে। এর মধ্যে হাঁটতে গেলে কাপড়ে কাদাতো লাগবেই।

শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে একটু দেরী করে ঘুম থেকে উঠলাম। গিন্নিকে বললাম,

এই ইলশেগুঁড়ির দিনে গরম গরম ভুনা খিঁচুড়ীর সাথে ইলিশ ভাজা হলে কেমন হয়?

সে মুচকি হেসে বললো, মন্দ না তবে সাথে বেগুন অথবা পটল ভাজা হলে জমবে ভালো।

বললাম, ব্যাগ দাও। আজকের বাজারটা আমিই করবো।

গিন্নি চমকে উঠে বললো, না না না, যেতে হবে না। সবজিওয়ালা তোমাকে ঠকাবে।

বলাবাহুল্য, আমি সাধারণত বাজারে যাই না। কদাচিৎ গেলেও সবজি মাছ কিনে ঠকে আসি। অনেক সময় পচা মাছ গছিয়ে দিতে এরা ওস্তাদ। গিন্নি সবসময় বাজারের দায়িত্বটা সামলায়, ফলে সবাই তাকে ভালোমত চেনে এবং এ ব্যাপারে সে যথেষ্ট পারদর্শীও বটে।

যাহোক আমি জেদ ধরে বাজারের ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন কিন্তু বৃষ্টি নেই, সাথে ছাতা নিয়েছিলাম, ফিরে গিয়ে বাসায় রেখে এলাম। অনাহূত বোঝা বইতে ইচ্ছে হলো না। কাদা ও জমাটবাঁধা পানির হাত থেকে বাঁচতে 'এক্কা দোক্কা' খেলার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে হেঁটে আওলাদ হোসেন মার্কেটে এসে পৌঁছলাম। কিছুটা দূরে একটা ভীড় দেখে এগিয়ে গেলাম। দেখি একটা বৃদ্ধ পাগল, মাথায় উশকো খুশকো চুল, খালি গা, মুখে সামান্য দাঁড়ি, পরনে সামান্য কাপড়। একটি চওড়া দেয়ালের উপর আরাম করে পায়ের উপরে পা তুলে বসে, একাগ্রচিত্তে মাথার উপরে টাঙানো একটি সাইনবোর্ডের দিকে তাকিয়ে আছে। এতো লোকের ভীড় দেখেও সে ভ্রূক্ষেপ করছে না, এমনকি তার ধ্যানভগ্ন হচ্ছে না। সাইনবোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে,

"অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।"

একজন ফটো সাংবাদিক বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে, নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ছবি তুলতে থাকে। মাঝে মাঝে অনেকে প্রশ্ন করছে, কিন্তু পাগল নিরুদ্বেগ, কোন দিকেই তার মনোযোগ নেই। মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে, কি বা তার অভিযোগ, কি বা প্রার্থনা, মুখ দেখে বোঝা মুশকিল। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পরে বাজারে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু মনে একটা প্রশ্ন রয়েই গেল। তবে পাগলটি কি প্রেমে ব্যর্থ হয়েছে, নাকি অতিরিক্ত মানসিক চাপে পড়ে তার এই অবস্থা হয়েছে। কে জানে? অবশ্য একসাথে কোনদিন থাকা হবে না জেনেও কিছু মানুষ কাউকে না কাউকে পাগলের মত ভালোবাসে, আর না পেলেই মাথা বিগড়ে যায়। স্কুলে পড়ার সময়ই 'হেমায়েতপুর পাগলা গারদ' সম্পর্কে জানতে পেরেছিলাম। বন্ধুদের মধ্যে কেউ আবোল তাবোল কথা বললেই বলতো, "হেমায়েতপুর পাঠানো উচিত।"

'পাবনার মানসিক হাসপাতালটি' বাংলাদেশের পাবনা জেলার হেমায়েতপুর গ্রামে, পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত। এটি একটি পাঁচশত শয্যা বিশিষ্ট মানসিক হাসপাতাল। হাসপাতালটি হেমায়েতপুর গ্রামের মোহম্মদ হোসেন গাঙ্গুলী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সিভিল সার্জন ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে এটি নির্মাণ করে। পরে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে একে আরো সম্প্রসারণ করা হয়েছে। হাসপাতালে মহিলা পাগলীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাদের জন্য আলাদা রুম ও আনুষঙ্গিক সব ধরণের সুযোগ সুবিধা রাখা হয়েছে। অভিজ্ঞ ডাক্তার, নার্স, সমাজকর্মীরা সার্বক্ষণিক তদারকি ও চিকিৎসা সুনিশ্চিত করে থাকেন। পাগলা রুগিদের মনোরঞ্জনের জন্য ইনডোর ও আউটডোর নানাপ্রকার খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ আঠারো বছরের কম বয়সী এবং ষাট বছরের বেশি বয়সী রুগিদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয় না। 'বদ্ধ পাগল' যাদের কোন চিন্তা ভাবনা বা দায় দায়িত্ব নেই- এক কথায় যেখানে রাত সেখানেই কাত। কেন জানি মনে হয়, পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী মানুষ এই পাগলরা। এদের না আছে কষ্ট, না আছে দুঃখ, নিজেও ঠকে না, কাউকে ঠকায়ও না, না আছে হিংসা, না আছে শত্রু।

ছোটবেলায় শুনেছিলাম, আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামে এরকম একটি ঘটনা ঘটেছিল, এক বদ্ধ পাগলের মুগুরের আঘাতে একজন মারা যায়। যেহেতু ডাক্তারি পরীক্ষায় সে পাগল সাব্যস্ত হয়, সেজন্য বিচারক তাকে বেকসুর খালাস দেন। সেই ভয়ে, আমি সাধারণত বদ্ধ পাগল ও মাতালদের এড়িয়ে চলি। বলা তো যায় না, কখন কি ঘটে।

আমাদের গ্রামের বাড়ি রাঙামাটিয়াতে 'পাগলাগো বাড়ি' আছে, কিন্তু কেন এ নামকরণ হয়েছে, তা অবশ্য জানি না। আমার ঠাকুরদা, জ্যাঠা ও কাকাদের নামের পরে 'পাগলা' কথাটি জুড়ে দেয়া হতো। উদাহরণস্বরূপ, বুইদ্যা পাগলা, বিলু পাগলা, খাকুরী পাগলা, মদন পাগলা, বিন্যাসী পাগলা ইত্যাদি। তবে এদের আচার-আচরণ দেখে, নিশ্চিত করে বলা যাবে না, সত্যিই এরা পাগল ছিল কিনা। হয়তোবা পাগলাটে ভাব কিছু একটু থাকলেও থাকতে পারে। গ্রামে সেই সময় কেউ পাগলমী করলেই, তার নামের সাথে 'পাগলা' কথাটি জুড়ে দেয়া হতো। কেন জানি আজ মনে হয় এই সব 'গ্রাম্য খেতাব'। কিন্তু আমি যখন বড় হলাম, তখন কিন্তু আমাদের ভাই বা বাড়ির অন্য কাউকে এই পদবীটা আর বহন করতে হয়নি। তা যদি হতো, তবে মানুষ আমাদের দেখে গাইতো,

"হরেক রকম পাগল দিয়া মিলাইছো মেলা,
বাবা, তোমার দরবারে সব পাগলের খেলা।"

বন্ধুমহলে 'হেমায়েতপুর মানসিক হাসপাতাল' সম্বন্ধে অনেক মুখরোচক গল্প শুনেছিলাম। তার মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এখানে তুলে ধরলাম। একবার পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হেমায়েতপুর হাসপাতাল পরিদর্শনে যাবে শুনে, চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। প্রধান অতিথির আগমন উপলক্ষে সবকিছুই ঝেড়ে-মুছে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তোলা হয়। নির্দিষ্ট দিনে, প্রধান অতিথি যখন সদলবলে হাসপাতালে প্রবেশ করলেন, তখন ফটো সাংবাদিকরা মুহূর্মুহূ ছবি তুলতে থাকে। পাগলদের ছবি তুলতে গেলে, এক পাগল প্রশ্ন করলো,

- উনি কে আসছেন ভাই? এতো ছবি তোলেন কেন?

- তুমি জানো না উনি কে? পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর।

পাগলা, ফোকলা দাঁত বের করে হি হি করে হেসে বললো, ভাই, এখানে এলে সবাই

গভর্নর হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ঘটনাটি আরো চমকপ্রদ। এক পত্রিকার সম্পাদক তার এক সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টারকে ডেকে বললেন,

আপনাকে পাবনা হেমায়েতপুর মানসিক হাসপাতালে যেতে হবে। খবর পেয়েছি, সেখানে এক জমিদারের ছেলেকে আত্মীয় স্বজনরা সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্য ষড়যন্ত্র করে, পাগল সাজিয়ে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছে। তুমিতো 'ক্রাইম রিপোর্টে' অভিজ্ঞ, তোমাকে এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে যেতে হবে। সাংবাদিকটি মহানন্দে নতুন রোমাঞ্চকর ঘটনার গন্ধ পেয়ে, তা উদঘাটনে বেরিয়ে পড়লো।

সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ সে হাসপাতালে এসে পৌছালো। ততক্ষণে সব পাগলদের নাস্তা খাওয়ার পর্ব শেষ হয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, তিনি যখন সেই ভদ্রলোকের ঘরে প্রবেশ করলেন, পরিপাটি করে সাজানো সুন্দর ঘর, দামি দামি আসবাবপত্র, দেখে তো আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ঠিক জমিদারী দাপট নিয়ে সে এখানে বহাল তবিয়তেই আছে। কেবলমাত্র চলাফেরার স্বাধীনতা নেই। প্রথম দর্শনেই সাংবাদিকের মনে হলো, অসম্ভব, এ লোক কখনো পাগল হতেই পারে না। সৌম্যমূর্তি, মাঝারি গড়ন, পাকানো গোঁফ, মাথার কালো চুল, পিছনের দিকে ঘুরিয়ে আঁচড়ানো (ব্যাকব্রাশ), পড়নে সিল্কের পাঞ্জাবী ও কোঁচানো ধুতি এবং পায়ে পাম্প স্যু। হাতে একটি পাইপ, কায়দা করে ধরে লম্বা এক টান দিয়ে একগাল হেসে দাঁড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। সাংবাদিক করমর্দন করে সামনাসামনি একটি আরামকেদারায় বসে, তার আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন।

বলা-বাহুল্য, এরপর শুরু হলো জমিদার তনয়ের নানা জ্ঞানগর্ভ, বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা। তিনি বলতে ভুললেন না যে, তিনি একজন স্বনামধন্য ইঞ্জিনিয়ার, দেশ বিদেশের অনেক ডিগ্রী আছে। দেশের রাস্তাঘাট, ব্রীজ, এমনকি শহরে অপরিকল্পিত বাড়িঘর নির্মাণ ও জলাবদ্ধতা সম্বন্ধে, যে চুলচেরা পরিকল্পনা তুলে ধরলেন, সাংবাদিক মোহমুগ্ধ হয়ে মাত্র দুই একটা প্রশ্ন ছাড়া, কিছুই জিজ্ঞেস করার অবকাশ পেলেন না। দু'ঘন্টা কিভাবে যে পার হয়ে গেলো, তিনি টেরই পেলেন না। দুপুরের আহারের সময় হয়ে যাচ্ছে বিধায়, সাংবাদিক আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন, স্যার, আপনার সাথে আলোচনা করে, এই মর্মে নিশ্চিত হলাম যে, আপনি সত্যিকার অর্থে জঘন্য ষড়যন্ত্রের শিকার। আপনার মতো একজন মেধাবী সন্তান জাতির জন্য অমূল্য সম্পদ। আজই আমি সরকারের নিকট আপনার মুক্তির জন্য জোরালো আবেদন করবো এবং আমাদের পত্রিকায় ফলাও করে খবর ছাপাবো, যাতে দেশবাসী জানতে পারে কি নিষ্ঠুর, অমার্জনীয় অপরাধ আপনার সাথে করা হয়েছে। ভালো থাকবেন খুব শীঘ্রই মুক্ত আকাশের নীচে, আপনার সাথে আবার দেখা হবে বলে কোলাকুলি করে যেই না দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে হাঁটা শুরু করলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে ভদ্রলোক বললেন, এই যে ভাই, সবই তো বললাম কিন্তু একটা জিনিস আপনাকে দেখানো হয়নি, বলেই অকস্মাৎ পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করে সাংবাদিকের কপালের দিকে তাক করলেন। আচম্কা পিস্তলের মুখে পড়ে সাংবাদিক ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে, বাবাগো, মাগো আমাকে মেরে ফেললো বলে, দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে, করিডোরে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। সিকিউরিটি গার্ড, নার্স, ডাক্তাররা ছুটে এসে টেনে তুললো। সবাই একযোগে বললো, "কি হয়েছে?" সাংবাদিক হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "বাপরে বাপ, বড় বাঁচা বেঁচে গেছি। পাগলটা গুলি করে আমাকে মারতে চেয়েছিল।" সবাই হেসে বললো, "আরে ভাই, ওটা তো আসল পিস্তল নয়। ইঞ্জিনিয়ারতো ঘরে বসে বসে পিচবোর্ড দিয়ে বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, ব্রীজ ও খেলনা পিস্তল ইত্যাদি বানায়। তবে দেখলে বোঝার উপায় নেই, কোনটা আসল কোনটা নকল, নিখুঁত হাতের কাজ।" পড়ে গিয়ে বেচারা সাংবাদিকের ঠোঁট কেটে গিয়েছিল, ডাক্তার প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দিল। এদিকে পাগলের ঘর থেকে উচ্চকণ্ঠে অট্টহাসি ভেসে আসছে। সাংবাদিক বিদায় নেয়ার আগে, সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, "ব্যাটা আসলেই বদ্ধ পাগল।"

বদ্ধ পাগলের রকম সকম তবু বোঝা যায়, কিন্তু অর্ধপাগলদের পাগলামী শুরুর আগে মোটেও বোঝা যায় না। এরা কিন্তু আমাদের আশেপাশেই আছে। এর পুরোপুরি পাগল নয়, অথচ পাগলের মতো হাবভাব বিশিষ্ট। এদের পাগলামীর কারণে অনেকে বলে, ব্যাটার মাথায় ছিট আছে। আবার এ ধরনের কেউ 'আবোল তাবোল' কথা বললেই মানুষ তিরষ্কার করে বলে, পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়।

এরকম এক আধপাগলের সঙ্গে ঘটনাচক্রে আমার সাথে পরিচয়। একদিন Price Shop এ বাজার করতে গিয়েছি, এখানে ট্রলি নিতে হলে পঞ্চাশ সেন্টের কয়েন লাগে। কিন্তু আমার কাছে ভাংতি নেই, তাই গিন্নির জন্য অপেক্ষা করছি। এমন সময় একজন পিছন থেকে বলে উঠলো- ভাই, আপনি কি বাঙালি?

- হেসে বললাম, হ্যাঁ।

- আমি দেখেই বুঝেছি, ট্রলি লাগবে বুঝি? নেন, এটা নেন, বলে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে একগাল হেসে বললো, পয়সা লাগবে না, আমি এখানে কাজ করি। আমার কোন আপত্তি শুনলো না এবং বলতে গেলে সেইই শুরু। ভদ্রলোক অনর্গল কথা বলতে পারেন। আমার বয়সী হবেন, সুন্দর করে হাসেন, সুশ্রী চেহারা, বেশ ফিটফাট। অল্প অল্পতেই আমার সব খবরাখবর নিয়ে নিল, যেমন- কোথায় থাকি, দেশের বাড়ি কোথায়, ফোন নম্বার কি ইত্যাদি। তার নাম- দুলাল মন্ডল, গ্রামের বাড়ি বরিশাল। থাকে আমার বাড়ির কয়েক স্ট্রিট পরেই। বাজার করতে হবে তাই কোন মতে বিদায় নিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

প্রতি শনি রোববার সকাল এগারোটার সময়, টিভিতে 'দাদাগিরি' দেখি। সৌরভ গাঙ্গুলীর অনবদ্য উপস্থাপনা মুগ্ধ হয়ে দেখি। মাত্র টিভির সামনে প্রস্তুত হয়ে বসেছি, এমন সময় কলিং বেলের শব্দ। দরজা খুলতেই বিগলিত হাসি দিয়ে দুলাল বললো, দাদা, আপনার কথা মনে হতেই চলে এলাম। টিভি আর দেখা হলো না। শুরু হলো কথা, সে বলেই চললো, আমি শ্রোতা মাত্র। কথা বলতে চাইলে আগেই বলবে "শোনেন না, শোনেন।" পরে বুঝলাম, এটা তার 'মুদ্রাদোষ' এবং বলতে ভালোবাসে, শুনতে নয়। সে যা বললো, তা কাটছাঁট করে নিম্নে তুলে ধরলাম।

ঢাকার একটি নামকরা পলিটেকনিক থেকে পাশ করে মধ্যপ্রাচ্যে একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীতে মেকানিকের কাজ পায়। অল্প বয়সী, সুদর্শন, চটপটে, সদ্যহাস্য মুখ এবং প্রচন্ড পরিশ্রমী, উদয়াস্ত কাজ করতে পারে। সহজেই সুপারভাইজারের সুদৃষ্টিতে পড়ে গেল। আর সেই সুযোগটা দুলাল কাজে লাগালো। কোম্পানীতে প্রতি বছর জানুয়ারিতে বেতন বৃদ্ধি করা হয়। সে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনশীল একটি মেশিনের কিছু স্ক্রু আলগা করে রাখতো। ফলে মেশিন বন্ধ হয়ে উৎপাদন ব্যাহত হতো। সব মেকানিকদের ডাক পড়তো, শত চেষ্টা করেও কেউ ঠিক করতে পারতো না। আর ঠিক তখন ডাক পড়তো দুলালের, সে তখন কাজ শেষে ঘরে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। মেশিন রুমে ঢুকে, সে বলতো, সবাই ঘর থেকে বের হয়ে যান, দেখি কি হয়েছে। সে তো জানে কি করেছে। অনর্থক কিছুক্ষণ সময় নষ্ট করে সবার মনে বিশ্বাস জমাতো। স্ক্রুগুলো টাইট দিলে, মেশিন আবার চলতে শুরু করতো। সুপারভাইজার দারুণ খুশি হয়ে নিজ চেম্বারে ডেকে নিয়ে গিয়ে বেতন বাড়িয়ে দিত এবং সাবধান করে দিতো, কেউ যাতে জানতে না পারে।

সে আমার বিস্ময়ভাব দেখে বললো, আমাকে 'মতলবের পাগল' মনে হয়, তাই না দাদা? বুঝলেন, জীবনে কিছু চালাকি (Trick) করে চলতে হয়। মনে মনে বললাম, অন্যায়ভাবে মেশিনের স্ক্রু ঢিলা করতে করতে নিজের মস্তিষ্কের স্ক্রু ঢিলা হয়ে গেছে।

একদিন বিকালে বাগানে পানি দিচ্ছি, কলিং বেল বেজে উঠলো, দরজা খুলে দেখি দুলাল। হাতে বেশ বড় একটা বাক্স। বাক্সটা দেখে

কৌতুক করে বললাম, কি ব্যাপার, রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছেন নাকি? সেই অদ্ভুত প্রাণখোলা হাসি দিয়ে বললো- না দাদা, বোকামি যাকে বলে, রাস্তায় একটি ছোট পিতলের তালা কুড়িয়ে পাই। ভেবেছিলাম, আমার কাছে যখন অনেক চাবি আছে, হয়তো লেগে যাবে। বাক্সে লাগালাম, কিন্তু কোন চাবি দিয়ে আর খুলতে পারলাম না। এদিকে গিন্নি দেশে যাবে, কোন উপায়ন্তর না দেখে আপনার কাছে ছুটে এলাম।

আমি হাসবো না কাঁদবো, এরকম বোকা তো এ যুগে খুব কম দেখা যায়।

বললাম, আরে মিয়া, আগে দেখবেন না তালাটার চাবি আপনার কাছে আছে কিনা। যাহোক, আমিও অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে, হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে তালা ভেঙে আপদ বিদায় করি।

আমাদের একটি সামাজিক সংগঠনের পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান হবে। জাঁকজমকপূর্ণ সে অনুষ্ঠানে দুলালকে মৌখিকভাবে আমন্ত্রণ জানালাম। নির্দিষ্ট দিনে সস্ত্রীক সে গাড়ী নিয়ে এসে হাজির। বললো, চলেন দাদা, একসাথে যাই। আমি সানন্দে রাজী হয়ে গেলাম। জমকালো অনুষ্ঠানে বেশ শান্ত হয়ে বসে আলোচনা শুনছিলাম। এরপর শুরু হলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিশিষ্ট একজন সঙ্গীতশিল্পী, নেচে গেয়ে দর্শক শ্রোতাদের মাতিয়ে তুললো। এক পর্যায়ে শিল্পী আহ্বান জানানো, আপনারা যদি কেউ আমার সাথে নাচতে চান মঞ্চে চলে আসেন। আমাদের পূর্বপরিচিত এক আধপাগলা, বাজনার তালে তালে মঞ্চের সামনে নাচছিল, আহ্বান পেয়ে তরতর করে মঞ্চে উঠে গেলো।

দুলাল, আমাকে অবাক করে দিয়ে বললো, দাদা আমি যাই, আমার খুব নাচতে ইচ্ছে করছে। সে লম্ফ ঝম্ফ দিয়ে মঞ্চে উঠে গেল। প্রথমে ভালোই হাত দুলিয়ে, কোমড় দুলিয়ে নাচছিল। হঠাৎ দুই আধপাগলা দুই যুবা বুড়া, পরস্পরের পায়ের মধ্যে পা ঢুকিয়ে যুগলবন্দী হয়ে, নাচতে লাগলো। এদের পাগলামী দেখে দর্শকশ্রোতা তো হেসে কুটিকুটি। তখন শিল্পী গাইছেন জনপ্রিয় বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিমের জনপ্রিয় মনমাতানো গান-

“গ্রামের নওজোয়ান, হিন্দু মুসলমান,

মিলিয়া বাউলা গান আর মুর্শিদী গাইতাম।

হিন্দু বাড়িতে, যাত্রা গান হইতো,

নিমন্ত্রণ দিতো, আমরা যাইতাম,

কে হইতো মেম্বার, কে গ্রাম সরকার,

আমরা কি তার খবর রাখিতাম?

আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা ”

কোনমতেই দুই পাগলার নাচ থামছে না, বাধ্য হয়েই উদ্যোক্তারা গান বাজনা বন্ধ করে তাদের আলাদা করলেন।

একদিন সন্ধ্যা প্রার্থনার পর রাতের আহারের জন্য অপেক্ষা করছি, কলিংবেল বেজে উঠলো, দেখি দুলাল মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছে।

সহানুভূতির সাথে জিজ্ঞাসা করলাম,- কি হয়েছে ভাই? মুখটা এমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন? সে যা বললো তা শুনে এমন হাসি পেল যে, আমার হাসি দেখে দুলালও হাসতে হাসতে সোফায় গড়িয়ে পড়লো। ঘটনাটি নিম্নরূপ:

দুলাল ফ্যামেলি ডাক্তার হিসেবে যাকে নিয়মিত দেখায় সে ডাক্তারকে মাঝে মাঝে নানা উদ্ভট প্রশ্ন করে। তার এই পাগলামো প্রশ্ন বা পাগলের প্রলাপ শুনেও, ডাক্তার সব সময় উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে যেতেন। সেদিন রোগীর চাপ একটু বেশী ছিল, স্বাভাবিক কারণে ডাক্তার খুব ব্যস্ত ছিলেন। সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে ডাক্তার যখন প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বললেন- আগামী তিন মাস পর আপনি আবার আসবেন এবং একই ওষুধ নিয়মিত সেবন করবেন। তখন সে একটি বেফাস কথা বলে ফেললো, কেমন ডাক্তার আপনি? এতদিন হলো ওষুধ খাচ্ছি আমার রোগই ভালো হচ্ছে না।

ডাক্তার বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন, কতদিন বাঁচতে চান আপনি?

সে হি হি করে হেসে বললো- “এক হাজার বছর।”

ডাক্তার ক্ষেপে গিয়ে তার সহকারীকে ডেকে বললেন, একে মনোচিকিৎসকের (Psychiatrist) এর নিকট রেফার করছি। ফিট সার্টিফিকেট দিলে তাকে পরবর্তী Appointment দিবেন, নচেৎ নয়।

দুলালকে Psychiatrist এর কাছে পাঠানো হলো। তাকে প্রায় দু'ঘন্টা একটা রুমে পর্যবেক্ষণের জন্য রাখা হলো, পাগলামীর কোন লক্ষণ পাওয়া যায় কিনা! পরে মানসিক ডাক্তার তার চেম্বারে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার বংশে কোন মানসিক রোগী আছে?

সে কাঁদো কাঁদো কন্ঠে বললো, না।

- আপনি ডাক্তারকে বলেছেন, এক হাজার বছর বাঁচবেন, এটা ঠিক? মানুষ কি হাজার বছর বাঁচে?

-না, আমি ভুল করে বলে ফেলেছি, একশত বলতে গিয়ে এক হাজার বলে ফেলেছি। আমাকে ক্ষমা করে দিন, আসলে আমি পাগল না, মস্করা করতে গিয়ে বলে ফেলেছি।

মানসিক ডাক্তার বললেন, আরো দু'বার আপনাকে আসতে হবে। তারপর ভালোমত পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেবো। দুলাল অনেক মিনতি করলো কিন্তু কাজ হলো না।

সে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে। এবার আমাকে করুণ সুরে বললো, দাদা, আমার কি হবে? পাগলাগারদে পাঠাবে না তো? আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম, এদেশে রাস্তায়, পার্কে অনেক আধপাগলা, পুরো পাগলের সাথে অহরহ দেখা হচ্ছে। বিড়বিড় করে কথা বলে, বিছানা, ঘটি বাটি নিয়ে যেখানে সেখানে শুয়ে বসে থাকে। কোনদিন কাউকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হয় নি, এদেশে ‘পাগলাগারদ’ কোথায়? তবে দেশে থাকতে শুনতাম, পাবনা হেমায়েতপুরে একটা মানসিক হাসপাতাল আছে। সে কিছুটা হতাশ হয়ে বিষণ্ন বদনে চলে গেলো। তার গন্তব্যের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে গাইলাম,

“পাগলা গারদ কোথায় আছে,

নেই কি তোমার জানা ?”

নোয়াখালী প্রবাসী খ্রীষ্টান সমবায় সমিতি

তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার (৩য় তলা),
৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও ঢাকা- ১২১৫।
রেজিঃ নং- ৩৭/৮৭, ০৭/০১, ১০/০৪ , ২০/১৪ ও ১৮/২৩
মোবাইল ঃ ০১৬৮০-৯৩০৮৭০।
ইমেল ঃ npcssl.dhk@gmail.com

৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

তারিখ ঃ ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রোজ ঃ শুক্রবার
সময় ঃ সকাল ৯:৩০ মিঃ
স্থান ঃ তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও,ঢাকা-১২১৫।

এতদ্বারা **“নোয়াখালী প্রবাসী খ্রীষ্টান সমবায় সমিতি লিঃ”** এর সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৩/১২/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রোজঃ শুক্রবার সকাল ৯:৩০ মিনিটে **তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার**, তেজগাঁও, ঢাকা, সমিতির **৩৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা** অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় নিজ নিজ পরিচয় পত্র/পাশ বই সহ যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে-

গ্ল্যান নিউটন গোনসালভেস
প্রেসিডেন্ট
নোঃ প্রঃ খ্রীঃ সঃ সঃ লিঃ

জুলিয়েন স্টিভেন গোনসালভেস
সেক্রেটারী
নোঃ প্রঃ খ্রীঃ সঃ সঃ লিঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ
সমবায় সমিতির আইন ২০০১ এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য সমিতিতে শেয়ার ঋণ ও অন্যান্য কোন প্রকার খেলাপী হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না।

বিজ্ঞ/১৮৬/২৪

আলোচিত সংবাদ

শপথ নিলেন আরো নতুন ৩ উপদেষ্টা

আরো নতুন তিনজনকে নিয়ে প্রধান উপদেষ্টাসহ অন্তর্বর্তী সরকারের পরিষদের সদস্য সংখ্যা হল ২৪ জন।

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের তিন মাসের মাথায় মুহাম্মদ ইউনূসের উপদেষ্টা পরিষদের আকার আরেক দফায় বাড়ল; নতুন সদস্য হিসেবে যোগ দিলেন আরো তিনজন। তারা হলেন- ব্যবসায়ী শেখ বসির উদ্দিন, চলচ্চিত্র নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী এবং প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মো: মাহফুজ আলম।

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন রোববার সাড়ে ৭টার দিকে বঙ্গভবনের দরবার হলে নতুন তিন উপদেষ্টাকে শপথ পাঠ করান। শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আব্দুর রশীদ। অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ও উপদেষ্টাদের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার আমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

পৃথিবীর জলবায়ু সুরক্ষায় 'জিরো কার্বন'-ভিত্তিক জীবনধারার আহ্বান- ড. ইউনূস

পৃথিবীকে জলবায়ু বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে 'শূন্য বর্জ্য ও শূন্য কার্বন' এর ওপর ভিত্তি করে একটি নতুন জীবনধারা গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। যা একটি নতুন পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে তিনটি শূন্য ভিত্তিক তার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন উপস্থাপন করেন।

আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে কপ২৯- এর ওয়ার্ল্ড লিডারস ক্লাইমেট অ্যাকশন সামিটের উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তৃতাকালে তিনি বলেছেন 'বেঁচে থাকার জন্য, আমাদের আরেকটি সংস্কৃতি গঠন করতে হবে। একটি ভিন্ন জীবনধারার ওপর ভিত্তি করে আরেকটি পাল্টা সংস্কৃতি গড়তে হবে। এটি হবে শূন্য বর্জ্যের ওপর ভিত্তি করে। এ সংস্কৃতি নিত্য পণ্যের ব্যবহারকে সীমিত করবে, কোনো বর্জ্য অবশিষ্ট রাখবে না।'

তিনি আরো বলেন, এই অর্থনৈতিক কাঠামোটি সীমাহীন খরচের ওপর ভিত্তি করে চলছে। আপনি যত বেশি ব্যবহার করবেন তত বেশি প্রবৃদ্ধি পাবেন। যত বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করবেন, তত বেশি অর্থ উপার্জন করবেন। সর্বাধিক মুনাফা অর্জনকে সিস্টেমের সবকিছুকে আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী ভূমিকা পালনে চালিত করার শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।'

'প্রতিষ্ঠান ভালো না হলে, যতই প্রজেক্ট হোক বাস্তবায়ন হয় না'- অর্থ উপদেষ্টা

দেশে ভালো প্রতিষ্ঠানের অনেক অভাব বলে মন্তব্য করে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, প্রতিষ্ঠান ভালো না হলে, যতই প্রজেক্ট করা হোক না কেন সেটার বাস্তবায়ন হয় না।

বুধবার (১৩ নভেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেসন (পিকেএসএফ) ভবনে পিকেএসএফ দিবস-২০২৪ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। সরকার তার কাজের মাধ্যমে এগিয়ে যাবে জানিয়ে তিনি বলেন, বিদেশি ও দ্বিপাক্ষিক সংস্থা সবাই সহযোগিতার করতে কাজ করছে পিকেএসএফ। এর গ্রহযোগ্যতা দাতা সংস্থাদের কাছে অনেক বেশি। তিনি আরও বলেন, দেশে ভালো প্রতিষ্ঠানের অনেক অভাব, সততার অভাব রয়েছে। প্রতিষ্ঠান ভালো না হলে, যতই প্রজেক্ট করা হোক না কেন সেটার বাস্তবায়ন হয় না।

কোনো ব্যাংক বন্ধ হবে না: গর্ভনর

বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, বাংলাদেশে কোন দুর্ভিক্ষ হবে না। আমাদের গ্রোথ কমেনি। চার মাস পার করছি, মূল্যস্ফীতি কমাতে আমাকে আরও ৮ মাস সময় দিতে হবে।

সোমবার (১১ নভেম্বর) রাজধানীর একটি হোটেলে দৈনিক বণিক বার্তা আয়োজিত 'তৃতীয় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্মেলন: বৈষম্য, আর্থিক অপরাধ ও বাংলাদেশের অর্থনীতির নিরাময়' শীর্ষক সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, আমরা শুধু মুদ্রানীতির ওপর নির্ভর করছি না। সব প্রয়োজনীয় পণ্য এলসি খোলা, শুল্ক শিথিল করা হয়েছে। তিনি বলেন, বিগত সময়ে ব্যাংকখাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে কোনো ব্যাংক বন্ধ হবে না এটা বলতে পারি। দুর্বল ব্যাংকে টাকা তুলতে পারছে না, এ কারণে তাদের তারল্য সহায়তা দেওয়া হচ্ছে, সব সমাধানও হয়ে যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে ৫ বাংলাদেশির জয়

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে দেশটির বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে পাঁচ বাংলাদেশি নির্বাচিত হয়েছেন। বেসরকারি নির্বাচনি ফলাফল এবং স্থানীয় কমিউনিটি এ তথ্য নিশ্চিত করেন। মঙ্গলবার দেশটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরের দিন বুধবার ফলাফল প্রকাশিত হয়।

বিজয়ী বাংলাদেশিরা হলেন- জর্জিয়া স্টেট সিনেটর পদে ডেমোক্রাট প্রার্থী এম. রহমান, একই স্টেটের অপর ডিস্ট্রিক্ট থেকে সিনেটর নাবিলা ইসলাম, কানেকটিকাট স্টেট সিনেটর মাসুদুর রহমান এবং নিউ হ্যাম্পশায়ার স্টের রিপ্রেজেনটেটিভ আবুল খান এবং নিউজার্সি প্লেইস বরো টাউনসিপ থেকে কাউন্সিলম্যান ড. নুরান নবী।

এর বাইরে পেনসিলভেনিয়া, মিশিগান, নিউজার্সিসহ অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি আমেরিকান কাউন্টি ও অন্যান্য পর্যায়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন। তবে তাদের ফলাফল এখনো জানা যায়নি।

ফেব্রুয়ারিতে আগাম নির্বাচন দেখতে যাচ্ছে জার্মানি

আগাম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জার্মানিতে। আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে বার্তা সংস্থা ডিপিএ ও এএফফিকে জানিয়েছেন জার্মান সংসদের কয়েকটি সূত্র। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি সূত্র জানায়, আগাম নির্বাচনের বিষয়ে ওলাফ শলৎসের সোশ্যাল ডেমেক্রেটিক পার্টি এসডিপি এবং বিরোধি খ্রীস্টিয় গণতন্ত্রী বা সিডিইউ দলের মধ্যে বোঝাপড়া হয়েছে। ওই পরিপ্রেক্ষিতেই নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, জামার্নিতে সবশেষ সংসদ নির্বাচন হয়েছিল ২০২১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। নির্বাচনের পর শলৎসের এসপিডি দল চার বছরের জন্য জোট সরকার গঠন করে।

মাকে বাঁচিয়ে আরবে সর্বকনিষ্ঠ প্যারামেডিকের স্বীকৃতি পেল সারা

সারা আবদুল্লাহ রশিদ মা ৮ বছরে পা রেখেছে। কিন্তু এই বয়সেই মায়ের জীবন বাঁচানোর মতো একটি মহৎ কাজ করেছে সে। সোমবার গালফ নিউজ জানিয়েছে, মায়ের অসুস্থতায় অসাধারণ সাহস ও সংযমের মাধ্যমে সংকট মোকাবিলা করে পরাক্রমশালী এক নায়ক হিসেবে আবির্ভুত হয়েছে সারা।

জানা গেছে সারার বাবা সৌদি আরবের দক্ষিণ সীমান্তে কর্মরত অবস্থায় হঠাৎ সারার মা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে চেতনা হারান। সেই মুহূর্তে কী করতে হবে, সেই বিষয়ে মায়ের কাছে ধারণা পাওয়া জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে খুব দ্রুততার সঙ্গে একটি অ্যাম্বুলেন্সকে কল করে সারা। কল করে মায়ের অবস্থার কথা বর্ণনা করে নিজেদের বাড়িতে পৌছানোর ঠিকানাও দেয় সে। এরপর সারা'র মাকে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়ার পর তিনি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। সারার মা বলেন, 'তার (সারা) কলটিকে গুরুত্ব দিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে আসার জন্য জরুরি সেবাদানকারী প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। সারার মা আরও বলেন, 'যখন আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার মেয়ে আমাকে বাঁচিয়েছে, সেই মুহূর্তটি অনেক গর্ব অনুভব করেছি।'

এত অল্প বয়সে সারার দ্রুত পদক্ষেপগুলো কর্তৃপক্ষেরও নজরে এড়ায়নি। শেষ পর্যন্ত সৌদি আরবের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ফাহাদ আল জালাজেল সারাকে দেশটির সর্বকনিষ্ঠ প্যারামেডিকের স্বীকৃতি দিয়েছেন।

১. তথ্যসূত্র: বিডি নিউজ২৪ *(https://bangla.bdnews24.com/bangladesh)*

২. তথ্যসূত্র: বাসস *(https://www.manobkantha.com.bd/news/national/615176)*

৩. তথ্যসূত্র: বার্তা ২৪ *(https://barta24.com/details/national/254340/organization-good)*

৪. তথ্যসূত্র: *বাংলা নিউজ২৪* *(https://www.alokitobangladesh.com/economy/245323)*

৫. তথ্যসূত্র: আমার সংবাদ *(https:// https://www.amarsangbad.com/international/news)*

৬. তথ্যসূত্র: বাংলা নিউজ *(https://www.banglanews24.com/international/news/bd/1423669.details)*

৭. তথ্যসূত্র: আজকের পত্রিকা *(https://ajkerpatrika.com/international/middle-east-1/ajp2idut2mmy2)*

যেখানেই ভালোবাসা থাকে সেখানে সম্পদ ও সাফল্যও থাকে

এক মহিলা তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখলো উঠানের সামনে তিনজন বৃদ্ধ ব্যক্তি বসে আছেন। তিনি তাদের কাউকেই চিনতে পারলেন না। তাই বললেন, "আমি আপনাদের কাউকেই চিনতে পারলাম না, কিন্তু আপনারা হয়তো ক্ষুধার্ত। আপনারা ভেতরে আসুন, আমি আপনাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করছি।"

তারা জিজ্ঞেস করলেন, "বাড়িতে কর্তা কি আছেন?" মহিলা বললেন, " না"। তিনি বাইরে গেছেন। তাহলে আমরা আসতে পারবো না। সন্ধ্যায় যখন বাড়ির কর্তা ঘরে ফিরে সব শুনলেন তখন তিনি বললেন, "যাও তাদের বলো যে, আমি ফিরেছি এবং তাদের ঘরে আসার জন্যে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।" মহিলা বাইরে গেলেন এবং তাদের ভেতরে আসতে বললেন।

কিন্তু তারা বললো, "আমরা এভাবে যেতে পারি না।" মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু কেন? আবার কি সমস্যা?" বৃদ্ধ লোকেদের মধ্যে একজন বললেন, "আমাদের মধ্যে একজনের নাম সম্পদ।" আরেকজনের দিকে নির্দেশ করে বললেন, "তার নাম সাফল্য এবং আমি ভালোবাসা। এখন আপনি ভেতরে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিন আমাদের কাকে আপনি ভেতরে ঢুকতে দেবেন।"

মহিলা যখন ভেতরে গিয়ে সব খুলে বললেন তখন তার স্বামী অত্যন্ত খুশি হয়ে গেলেন এবং বললেন, "আসাধারণ! চল আমরা সম্পদকে ডাকি, তাহলে আমরা ধনী হয়ে যাব!" তার স্ত্রী এতে সম্মতি দিলেন না, "নাহ, আমার মনে হয় আমাদের সাফল্যকেই ডাকা উচিত।"

তাদের মেয়ে ঘরের অন্য প্রান্তে বসে সব শুনছিলো। সে বলে উঠলো, "তোমাদের কি মনে হয় না আমাদের ভালোবাসাকেই ডাকা উচিৎ? তাহলে আমাদের ঘর ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে উঠবে।" লোকটি বললো, "ঠিক আছে আমরা তাহলে আমাদের মেয়ের কথাই শুনবো, তুমি বাইরে যাও এবং ভালবাসাকেই আমাদের অতিথি হিসেবে ডেকে নিয়ে এসো।

মহিলাটি বাইরে গেলেন এবং বললেন, "আপনাদের মধ্যে ভালোবাসা কার নাম? অনুগ্রহ করে তিনি ভেতরে আসুন, আপনিই আমাদের অতিথি।"

ভালোবাসা নামের বৃদ্ধ উঠে দাড়ালেন এবং বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলেন, বাকি দু'জনও উঠে দাঁড়ালেন এবং তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন। মহিলাটি এতে ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন এবং বললেন, "আমিতো শুধু ভালোবাসা নামের বৃদ্ধকে ভেতরে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছি, আপনারা কেন তার সাথে আসছেন?"

বৃদ্ধ লোকেরা বললো, "আপনি যদি সম্পদ আর সাফল্যকে আমন্ত্রণ করতেন তবে আমাদের বাকি দু'জন বাইরেই থাকতাম, কিন্তু আপনি যেহেতু ভালবাসাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, সে যেখানে যায়, আমরা দুইজনও সেখানেই যাই।

- বেঞ্জামিন গমেজ

(ইন্টারনেট থেকে সংকলিত)

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

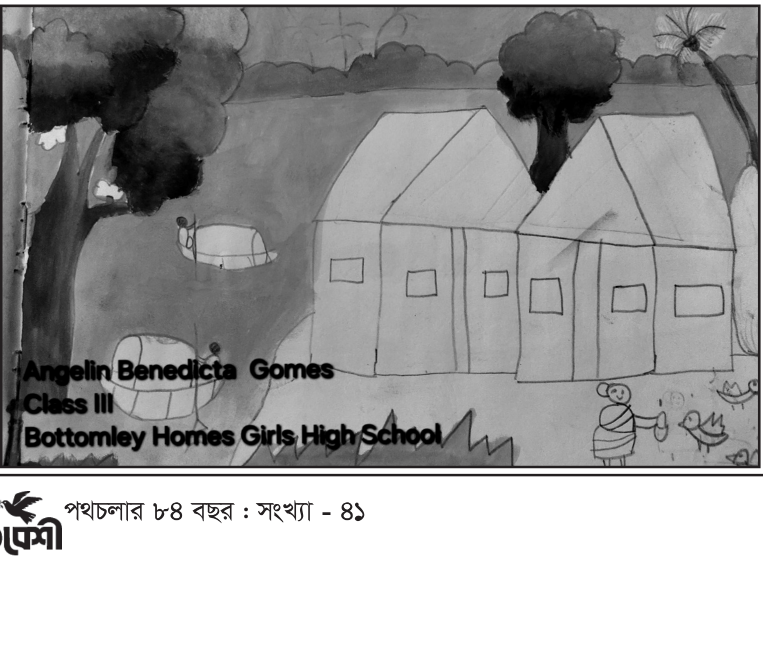

সে আমার মরণ!

মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া

সকলে ফেলে গেলেও সে বসে থাকে নিশ্চুপ
ছাড়ে না সে নিদানে, যায় না ভুলে
জ্বালায়ে বাতি, পোড়ায়ে গন্ধধূপ
তারপর একদিন বক্ষে নেয় তুলে!!
চোখে না দেখি তারে, বসে থাকে অকাতরে
সে আমার মরণ, এমনিই তার ধরণ;
গভীর স্নেহসাতে-মিলায় আপনাতে
সে কি আমায় চিনে! জনমের মরণ!
সে কি জানে! জীবন কবে হবে অবসান?
জ্বলবে আগুনের শশ্মান;
নয়তো কবরের পরে, ফুটবে ফুল থরেথরে
ধেয়ে আসবে মৃত্যুর বাণ।
গভীর শোকে পোড়ায় অন্তপুর
জগতের সুরে বেজে ওঠে বিচ্ছেদের সুর
হিসেব মিলেনা সব-
অকস্মাৎ ফুরায়ে যায় জীবনের কলরব।
নিয়ে সকল দুঃখভার-
কোথায় লুকাবো আর!
কতভাবে ডাকি, হে মরণ,
কোথায় রে তুই বল্ ?
কত বেদনায় শুকায় কমল, ফেলি অশ্রুজল ।
আমার নিষ্ঠুর তরী যখন খুঁজে পায় না কূল
তখনো তো তার, দেখা মেলা ভার
দৃষ্টির বাইরে তখনও সে অসার
বুঝি তার হিসেবের খেলা হয়না ভুল।
বিপুল বিষাদে-মন কেবলই কাঁদে
যখন জীবন বাঁধা পরে বৈরিতার ফাঁদে।
আঁধারের পর আঁধার গিলে খায়
সকলেই ছেড়ে যায়, বেলা অবেলায়।
তবুও সে থাকে নীরবে, থাকে নিরালোকে
তারপর একদিন জড়ায়ে বক্ষে,
নিয়ে যায় চোখের পলকে,
নরকে কী ঊর্ধ্বলোকে; সে আমার মরণ-
গভীর বেদনায় তারেই করি স্মরণ।

পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘে হীরক ও রজত জয়ন্তী পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১২ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘের জন্য দিনটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্য মণ্ডিত ও উৎসব মুখর। এ দিনে সিস্টার এম. ব্রুনো বেইরো সিএসসি ও সিস্টার মার্গারেট এন শিল্ড সিএসসি এর হীরক জয়ন্তী এবং সিস্টার মারীয়া লতিকা পালমা সিএসসি, সিস্টার বার্নাডেট শিল্পী রিবেরু সিএসসি ও সিস্টার শেফালী ভেরোনিকা গমেজ সিএসসি এর ব্রতীয় জীবনের রজত জয়ন্তী পালন করা হয়। সিস্টার এম. ব্রুনো ও সিস্টার মার্গারেট এন শিল্ড এ মহতী অনুষ্ঠানে সশরীরে উপস্থিত হতে পারেন নি। তেজগাঁও পবিত্র জপমালা রাণীর গির্জায় মহাখ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি। পবিত্র খ্রিস্টযাগে মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক জুবিলী পালনকারী সিস্টারদের জীবনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, এই উৎসব হচ্ছে ঈশ্বরের সাথে তাদের গভীর সম্পর্কের উৎসব। সেই সাথে যিশুর সাথে যুক্ত থেকে পবিত্র আত্মার শক্তিতে দরিদ্র যিশুকে অনুসরণ করার বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কয়েকজন ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, রজত জয়ন্তী পালনকারী সিস্টারদের আত্মীয় স্বজন।

খ্রিস্টযাগ শেষে এপোস্টলিক নুনসিও আর্চবিশপ কেভিন র‌্যানডাল জুবিলী পালনকারী সিস্টারদের শুভেচ্ছা দেন এবং পোপীয় আর্শিবাদ প্রদান করেন। ফাদার জয়ন্ত এস. গমেজ জুবিলী পালনকারী সিস্টারদের শুভেচ্ছা দেন এবং সিস্টার ব্রুনো ও সিস্টার মার্গারেট এর সাথে কাজের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করেন। সিস্টার শিখা লেটিশিয়া গমেজ সিএসসি, এশিয়ার ভারপ্রাপ্ত এলাকা সমন্বয়কারী উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তারপর কীর্তনের মাধ্যমে নেচে গেয়ে রজত জয়ন্তী পালনকারী সিস্টারদের বরণ করে নেওয়া হয় হলি ক্রস প্রাঙ্গণে। এরপর কেক কাটা অনুষ্ঠান এবং প্রীতিভোজে অংশগ্রহণ করেন সম্মানিত অতিথিবৃন্দ। সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রজত জয়ন্তী পালনকারী সিস্টারদের সংবর্ধনা জানানো হয়।

বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের প্রবীণ যাজকদের নবায়ন কোর্স

ফাদার রুবেন এস গমেজ: 'ফিরে যাই আমাদের কালে: যাজকীয় জীবনের আনন্দ ও সৌন্দর্য' এই মূলসুরকে কেন্দ্র করে গত ৪ থেকে ৮ নভেম্বর চট্টগ্রাম মহা-ধর্মপ্রদেশের বিশপস্ হাউজে ও বান্দরবানে প্রবীণতম থেকে শুরু করে ১৯৯০ খ্রিস্টবর্ষ পর্যন্ত অভিষিক্ত যাজকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের প্রবীণ যাজকদের নবায়ন কোর্স। এতে বিডিপিএফ এর সভাপতি ফাদার মিন্টু পালমা ও সেক্রেটারী ফাদার রুবেন এস গমেজসহ সমগ্র বাংলাদেশ থেকে মোট ২০ জন যাজক অংশগ্রহণ করেন।

প্রথম দিন ফাদারগণ চট্টগ্রাম আর্চবিশপস্ হাউজে উপস্থিত হলে আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার ও হাউজের ফাদার-সিস্টারগণ ফাদারগণকে সাদরে বরণ করে নেন। আর্চবিশপ সুব্রত বলেন, তিনি খুবই আনন্দিত যে এই প্রোগ্রামের জন্য চট্টগ্রাম মহা-ধর্মপ্রদেশকে বেছে নেওয়া হয়েছে। ফাদার মিন্টু পালমা, সভাপতি বিডিপিএফ তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ মণ্ডলীতে প্রবীণ যাজকদের অবদান অনস্বীকার্য। তাই তাদের কাজের স্বীকৃতি দেওয়া আমাদের একান্ত প্রয়োজন। যারা এই কোর্স আয়োজনের পেছনে বিশেষ ভূমিকা রাখছেন তাদের প্রতি তিনি তাঁর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সকলের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন।

এই কোর্সের মধ্যে ছিল ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর জনগণের সাথে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ। পরে কয়েকজন যাজক তাদের জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন বিষয়ে সহভাগিতা করেন। ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, "ফিরে যাই আমাদের কালে: যাজকীয় জীবনের বৈচিত্রতা" এবং ফাদার আলবিনো সরকার, "যাজকীয় জীবনের আনন্দ ও সৌন্দর্য" এছাড়াও বিভিন্ন জন বিভিন্ন বিষয়ে সহভাগিতা তুলে ধরেন।

এছাড়াও ছিল কর্ণফুলী টানেল ও পারকী সমুদ্র তীর পরিদর্শন, দিয়াংয়ে তীর্থ যাত্রা ও সাক্রামেন্তের আরাধনা, বান্দরবান ও বলিপাড়া ধর্মপল্লী পরিদর্শন, বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন ও নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সহভাগিতা। নভেম্বর ৮ তারিখ সন্ধ্যায় এই প্রোগ্রামের ইতি টানা হয়। প্রোগ্রামের সমাপ্তি লগ্নে কয়েকজন যাজক তাদের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে গিয়ে আনন্দে আপ্লুত হয়ে পড়েন এবং বলেন এই ধরণের প্রোগ্রাম যাজকীয় জীবনের জন্য সত্যিই অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

ফাদার নরেন বৈদ্য'র যাজকীয় জীবনের ২৫ বছর পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন

ডমিনিক মন্ডল: গত ৪ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে, খুলনা ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত সাতক্ষীরা ধর্মপল্লীতে বর্ণিল আয়োজনে ফাদার নরেন যোসেফ বৈদ্যের যাজকীয় জীবনের রজত জয়ন্তী উদযাপন করা হয়। জুবিলীর পূর্বদিনে সন্ধ্যায় মঙ্গলানুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন সকাল ৯:৩০ মিনিটে বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী এবং জুবিলী পালনকারী ফাদার নরেন ও অতিথী পুরোহিতগণকে তিলক চন্দন ও বাজনা বাজিয়ে মঞ্চের সামনে নিয়ে আসা হয় এবং পা ধোয়ানোর মধ্য দিয়ে বরণ করা হয়। ফেস্টুন উত্তোলন ও জুবিলী উৎসবের কবুতর অবমুক্তকরণ করেন বিশপ রমেন বৈরাগী ও ফাদার নরেন বৈদ্য। সকাল ১০:৩০ মিনিটে ফাদার নরেন যাজকীয় জীবনের ২৫ বছর

পূর্তি উপলক্ষ্যে ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। ফাদার বলেন, ধন্যবাদের ডালা - কৃতজ্ঞতার থালা। যাজকীয় জীবনের রজত জয়ন্তী পালনের মাহেন্দ্রক্ষণে আমার অন্তরে জেগেছে অনেক কৃতজ্ঞতা- ঈশ্বরের প্রতি ও খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিশপগণ, যাজক ও উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতী ও ভক্তজনগণের প্রতি। আমার পালকীয় কার্যক্রম মণ্ডলীর ভাবমূর্তিকে যেন সমুন্নত করে সেই চেস্টা করেছি। খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন পুরোহিতগণ, সিস্টারগণ, ক্যাটেখ্রিস্টগণ, জুবিলী পালনকারী ফাদারের আত্মীয় স্বজন ও ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ। খ্রিস্টযাগের সময় ফাদার নরেন জুবিলীর প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন। খ্রিস্টযাগে উপদেশ দেন বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী। মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনের মাধ্যমে জুবিলী পালনকারী ফাদারকে অভিনন্দন জানানো হয়। মধ্যাহ্নভোজের আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

সিস্টার ঋতু ঘরামী এলএইচসি: "এই শিশুদের মতো যারা, ঐশ রাজ্য যে তাদেরই" মুলসুরের আলোকে গত ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ পথ-প্রদর্শিকা কুমারী মারীয়ার ধর্মপল্লীতে খুবই আনন্দের সঙ্গে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এতে ৮৫ জন শিশু, ২ জন ফাদার, ৪ জন সিস্টার, ৬ জন এনিমেটর অংশগ্রহণ করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বরিশাল ধর্মপ্রদেশের শিশু কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার সঞ্চয় জার্মেইন গোমেজ এবং তাকে সহযোগিতা করেন পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার খোকন গাব্রিয়েল নকরেক সিএসসি। খ্রিস্টযাগ শেষে শিশুরা ব্যানার হাতে আনন্দ সহকারে র‍্যালি করে। এরপর মূলভাবের উপর সহভাগিতা করেন ফাদার সঞ্চয় জার্মেইন গোমেজ। তিনি বলেন, **"যিশু শিশুদের ভালোবাসেন। শিশুরা তোমরাও যিশুকে ভালোবাস। তাই যিশুর ঘরে এসে যিশুর সাথে কথা বলবে ও ইচ্ছা হলে যিশুকে ফুল দিবে"**। পরবর্তীতে দল ভিত্তিক বাইবেল কুইজ, ছবি অংকন, খেলাধূলা ও প্রার্থনার উত্তরের উপর প্রতিযোগিতা করা হয়। মধ্যাহ্ন ভোজের পর সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এবং সকল শিশুদের জন্য মা-মারীয়া ও যিশু হৃদয়ের ছবি উপহার প্রদান করা হয়। সারাদিন ব্যাপি বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিশুরা দিনটিকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। পরিশেষে, সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার খোকন গাব্রিয়েল নকরেক সিএসসি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ইতালির তীর্থ ভ্রমণের অপূর্ব সুযোগ

২২ বছর ধরে দক্ষতা ও সফলতার শীর্ষে

মাত্র ১০,০০০/- টাকা দিয়ে ফাইল ওপেন করে তীর্থ ভ্রমণের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু করুন।
আমরা ইতালির ভিসা প্রসেসিংয়ে A - Z সকল সাপোর্ট দিচ্ছি।
আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ আজই যোগাযোগ করুনঃ

+88 01827-945246
+88 01911-052103
+88 01718-885801

Student Visa: USA/Canada/Australia/New Zealand/UK/Japan/ South Korea/China/Russia & all Schengen (European) countries.
Special Note: আমেরিকা ও জাপানে চুক্তি ভিত্তিক গারান্টিড ভিসা প্রসেসিং চলছে।

আগ্রহী খ্রিস্টভক্তগণ আজই যোগাযোগ করুন।

হেড অফিস : বাড়ী # ১১, সড়ক # ২/ই, বারিধারা-জে ব্লক, ঢাকা-১২১২
(আমেরিকান দূতাবাসের পূবপাশে, বাঁশতলা বাসস্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
info@globalvillagebd.com

+88 01827-945246
+88 01911-052103
+88 01718-885801
@globalvillageacademybd
www.globalvillagebd.com

বিজ্ঞ/১৮৭/২৪

সুখবর ! সুখবর ! ! সুখবর ! ! !

নভেম্বর-এ পাওয়া যাচ্ছে – ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডার, দৈনিক বাইবেল ডায়েরী - ২০২৫, (Bible Diary - 2025), দৈনিক বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান, ক্রুশ, মেডেল, বড়দিনের কার্ড, গোশালা ঘর। এছাড়াও রয়েছে খ্রিস্টমণ্ডলীর বিভিন্ন মূল্যবান বই। অতি শীঘ্রই যোগাযোগ করুন এবং অর্ডার দিন।

- ❒ খ্রিস্টযাগ রীতি
- ❒ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ❒ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- ❒ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- ❒ যুগে যুগে গল্প
- ❒ সমাজ ভাবনা
- ❒ প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- ❒ বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- ❒ খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- ❒ বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- ❒ স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা

-যোগাযোগের ঠিকানা -

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

BOOK POST

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব **'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।** গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যা জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	বুক্‌ড	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	বুক্‌ড	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	বুক্‌ড	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো		৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো		২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো		১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো		১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো		৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো		২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো		২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org